শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

ধর্ম্মাঞ্জন ।

অর্থাৎ

শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য

রচিত

ধর্ম্মোপদেশ

কলিকাতা নগরে সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল ইতি

১২৫২ সাল ।

শরণং ।

নমোগণেশায় ॥

ইষ্বঙ্ক গর্ব্যাঙ্কশকাঙ্কশাকে নদ্যুক্তিশাস্ত্রাখিলবিজ্ঞঃ ।
প্রত্যক্ষধর্ম্মাঞ্জননিদর্শনং যদ্ধর্ম্মাঞ্জনং লোকহিতায় সৃষ্টং ॥

অথ ধর্ম্মাঞ্জনং ।

ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকেই উপাসনা বিধিমাত্রে ধর্ম্মজ্ঞান করেন ফলে তাহা ব্যর্থ নয় যেহেতুক ধর্ম্মশব্দে দেবতা ১ । ব্রহ্ম ২ । সোমপ ৩ । বৃষ ৪ । ধনু ৫ । যজ্ঞ ৬ । উপনিষৎ ৭ । উপমাদি ৮ । তন্নিষ্ঠ প্রকারতাদি ৯ । ন্যায় ১০ । স্বভাব ১১ । আচার ১২ । শুভাদৃষ্ট ১৩ । পুণ্য ১৪ । শ্রেয় ১৫ । সুকৃত ১৬ । অর্হণ ১৭ । সৎসঙ্গ ১৮ । অহিংসা ১৯ । দানাদি ২০ । সংযম ২১ । ইত্যাদি নানার্থ বুঝায় । তথাপি লোকধর্ম্মে ও প্রাচীন মুনিগণের সিদ্ধান্ত বাক্যে বৈদিকমতে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ফল চতুষ্টয়ের মধ্যে ধর্ম্মশব্দে সাধারণ ধর্ম্মকেই উপস্থিত করে । তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রা, দ্বি, । সত্য ১ । মস্তেয় ২ । অক্রোধো ৩ । হ্রীঃ ৪ । শৌচং ৫ । ধী ৬ । ধৃতি ৭ । দমঃ ৮ । সংযতেন্দ্রিয়তা ৯ । বিদ্যা ১০ । ধর্ম্মঃ সর্ব্বউদাহৃতঃ । মনুরপি ৬ । ৯২ । ধৃতিঃ ক্ষমা ।

[illegible] শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং। যদ্যপি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত হ্রীস্থানে মনু ক্ষমা কহিয়াছেন সে ক্ষমাগুণের প্রাচুর্য্যাভিপ্রায় মাত্র কিন্তু ক্ষমা ধৃতির অন্তঃপাতী হইতে পারে আর লজ্জা হ্রী ধৃতি হইতে ভিন্ন এমতে স্বতন্ত্ররূপে হ্রী কথিত হইয়াছে অতএব ইদানীন্তন লোক সকলের ধর্ম্ম জ্ঞানার্থ ঐ সাধারণ ধর্ম্ম বিষয়ক কতিপয় ব্যাখ্যা এ অকিঞ্চনের আকুঞ্চনীয়া হইল।

ধর্ম্মলক্ষণ মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি কহেন যে। চোদনা লক্ষণোধর্ম্মঃ। এবং পুরাণং। বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মস্তুধর্ম্মস্তদ্বি পর্য্যয়ঃ। অর্থাৎ বেদ যে বিধান করেন সেই ধর্ম্ম, এমতে মনুষ্য জাতীয় মাত্র সর্ব্বজনোপকারক যে বেদ তিনি লোক সকলের স্বাচ্ছন্দ্যার্থ যেং আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা সম স্তই ধর্ম্ম। সুতরাং ঐ সাধারণ ধর্ম্ম বেদ বিহিত ইহার তাৎপর্য্য উপনিষৎ কাণ্ডে গম্য করিলে দম দান দয়াদির বিষয় বৃহদা রণ্যকে ৪ প্রপাঠকের পঞ্চম ব্রাহ্মণে ব্যাজ আখ্যায়িকাতে অনায়াসে বোধ হয়।

বৈদিক মতের সারভূত মহা পুণ্য ঐ দশপ্রকার সাধারণ ধর্ম্ম এবং অপর ধর্ম্ম সকল ইহার পোষক এই দশবিধ ধর্ম্মই মূল। তথাহি মৎস্যপুরাণং। অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমোভূত দয়া তপঃ। ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। সনা তনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদং। এই ধর্ম্ম যাহার না থাকে তাহাকে অধার্ম্মিক বলা যায়। আর এই দশবিধ ধর্ম্ম আচরণ

করিলেই সকল ধর্ম্ম রক্ষা হয় এই অভিপ্রায়ে মনু কহিয়াছেন। দশলক্ষণকোধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ। দশলক্ষণকং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ। বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং। অস্যার্থঃ, ঐ দশ ধর্ম্মকে অতিযত্নে সেবা করিবেক কেন না ঐ দশধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে বেদান্ত পদার্থের জ্ঞানোদয় হইয়া পরমগতি ফলত মুক্তি প্রাপ্তি হয়।

মনুষ্য মাত্রের অধিকার এই সাধারণ ধর্ম্মে আছে ইহাতে বর্ণাশ্রম দেশ ভেদাদির কোন প্রসক্তি নাই। তাহা মনু স্পষ্টতই কহিয়াছেন ১০। ৬৩। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচ মিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতৎ সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণেঽব্রবীন্মনুঃ। অস্যার্থঃ, অহিংসা সত্য অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সংক্ষেপ ধর্ম্ম সকলজাতির সম্বন্ধেই বিধেয়।

১ প্রথম সত্যং।

যথার্থ প্রিয়বচনং সত্যমিতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে সত্যকথা কথন মিথ্যা না কথন। তথাচ মনুঃ। সত্যং বয়াৎ প্রিয়ং বয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং বয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। সত্যধর্ম্ম পরমেশ্বর স্বরূপ হন যথা বিষ্ণোর্নামাষ্টকে। অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং। হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং।

২। এই সত্যধর্ম্মের মহিমা হিন্দু মোছলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি তাবৎ মনষ্যজাতির ধর্ম্ম গ্রন্থেতে ও ব্যবহার শাস্ত্রে ও রাজা

দিগের নীতি শাস্ত্রেতে জগতে ভূয়োভূয় কথিত আছে তাহার উল্লেখ করা ব্যক্ত পদার্থের আলোচনা মাত্র।

৩। সত্যবাক্যে লোক সকলের বাক্ পবিত্র ও পরিষ্কার থাকে এবং মন ও মতি স্থির ও ভয় রহিত হয়। সত্যের মহিমাতে লোকের ধন সম্পত্তি সুরক্ষিত ও পরস্পর প্রণয় ও লোক রাজার প্রিয়পাত্র হয় এবং যে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে জীবন ধারণ করিতে পারে না ফলেও সংসারের মূলাধার স্বরূপ বিশ্বাস সেই বিশ্বাস পদার্থ সত্যেতেই উৎপন্ন হয়।

৪। মিথ্যাবাদিকে কেহ বিশ্বাস করে না। সত্যে কোন আপদ থাকে না যদি দৈবাৎ আপদ হয় সত্যধর্ম্মেই সত্য বাদিকে রক্ষণ করেন। সেই সেই সত্যধর্ম্ম প্রতিপালিত না হওয়াতে লোকের যে দুর্দ্দশা তাহাও সকলের অনুভূত হইতেছে। তথাপি মোহপ্রযুক্ত কেহ সত্যের বিপরীতকে ধর্ম্ম বোধ করেন কেহবা কাম ক্রোধ লোভ মদ অহঙ্কারের বশী ভূত হইয়া সত্যধর্ম্মের অনাদর করেন।

৫। ইহার মূল কেবল দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত দুঃখ ভোগার্থ। তাহা তেই লোক সকল স্বর্গভোগের স্থল এই পৃথিবীতে আসিয়া প্রায় ঘোর নরক যাতনা ভোগ করিতেছে ইহা বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসেই গম্য করিতে পারেন।

৬। অপিচ যে ব্যক্তিতে কিম্বা যে পরিবারে সত্যধর্ম্মের প্রভা থাকে তাহারদিগের সুখ সম্পত্তি কতই হয় তাহার অন্ত কি যেমন সদাগৃহস্থ ও সাধু বাণিজ্যকারিরা আর শঠ ধূর্ত্ত অন্যায়

জুয়াড়ী তস্করাদিও মিথ্যাচ্ছলে অনেক উপার্জন করে বটে কোথায় তাহারদিগের সম্পত্তি গৌরব হয়। এবং দেখা যায় যে দুষ্টলোক স্বয়ং শঠ হইয়াও যেখানে সত্যতা দেখে তথাতে স্বীয় গোপ্যধন ন্যস্ত রাখে ও একটি কথাতে বিশ্বাস করিয়া লক্ষ মুদ্রা প্রদান করে।

৭। কিন্তু দুষ্টের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার কদাচ কেহ করে না। তথাচ মৎস্যপুরাণে ৩৪১। সাধূনাঞ্চাপ্যসাধূনাং সন্তএব সদা গতিঃ। নৈবাসতাং নৈব সতামসন্তোনৈব চাত্মনঃ। সাধু অসাধু উভয়েরই গতি সৎ লোক হয় আর অসৎ কিম্বা সৎ লোকের এবং নিজেরও কোনমতে কিছু উপকার অসৎ লোক দ্বারা হয় না।

৮। আরো দেখ, যত২ প্রতারক মিথ্যাবাদী ধূর্ত্ত শঠ তাহারা প্রথমতঃ সত্য ধর্ম্মের প্রকাশেই আপন মিথ্যা কাণ্ডকে গোপ করিয়া অন্যের প্রত্যয় জন্মাইয়া প্রতারণা করিয়া থাকে নতুবা মিথ্যা প্রকাশ করিয়া কেহই কোন প্রতারণা করিতে পারে না কেন না লোকের বিশ্বাসের হেতু সত্য বিনা আর নাই।

৯। এবং সত্যে দৃঢ়তা থাকিলে আর কোন পাপ হইতে পারে না কারণ যত২ পাতক আছে তাহার মূল অসত্য বিনা নয়। যে কোন ব্যক্তি কোন পাপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় সে প্রথম মিথ্যাতেই আপনার সঙ্কল্পের নির্ভর করে। যথা যে কেহ চুরি করিতে মনস্থ করে সে প্রথম এই স্থির করে যে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কহিব যে চুরি করি নাই।

১০। সুতরাং বুঝা হইল যে কেবল কথাতে সত্য কহিলেই সত্যসিদ্ধি হইতে পারে না অপিচ যে কোন মন্দ বিষয়ে পরে অসত্য কহিতে হয় সেই সকল কুকার্য্য হইতে এককালীন মনকে না ফিরাইলে সত্যধর্ম্ম প্রকৃতরূপে পালিত হয় না।

১১। অতএব এই জগতে অনেক লোক সৎপথের শ্রদ্ধা রাখিয়াও গতিকেং সত্য ধর্ম্মের অনাদর করিতেছেন কেননা অবিবেচনাক্রমে লোভাদি প্রযুক্ত পশ্চাদ্দর্শী না হইয়া কোন অনুষ্ঠান করেন পরে যখন তাহার ফলে দুর্দ্দশাপন্ন হন তখন নিজদোষ প্রকাশ ভয়ে সত্য কথা কোনরূপে কহিতে পারেন না অগত্যা সেই কৃতদোষ দূরীকরণ অভিলাষে নানা মিথ্যার উত্থাপন করিয়া থাকেন তথাপি অসত্য কখন সত্য হয় না তবে অবোধের নিকট যে হউক।

১২। পরন্তু সত্যের কার্য্য কিরূপ সহজ তাহা দেখ যে অনা য়াসে প্রকৃত কথা কহিলে হয় তাহাতে কিছু ভাবিতে হয় না এবং অগ্রপশ্চাৎ সঙ্গতির কোন দুশ্চিন্তার অপেক্ষা নাই ও কোন ভয়ও নাই স্মরণ পূর্ব্বক সোজারূপে কৃতকার্য্যের প্রণালীমত কহিলে চরিতার্থ হয় বরং যদি মনে না থাকে তবে মনে নাই বলিতে কিছু বাধা নাই। কিন্তু মিথ্যাতে ইহার বিপরীত তাবৎ দোষ দুঃখ সকলই ঘটে।

১৩। অপরঞ্চ রাজা প্রজা পিতা পুত্র গুরুশিষ্য স্বামী দাস পতি স্ত্রী ভ্রাতৃবন্ধু প্রভৃতি তাবতেই সত্যে স্থির থাকেন। অসত্য ব্যবহারে সকলেই তাক্ত বিরক্ত হন একটি কথা

মিথ্যা যে কহে তাহার কথাতে আর কখনো প্রত্যয় হয় না অতএব সত্যই সকল সম্বন্ধের মূল।

১৪। আর যেহেতুক সত্যাচরণে প্রতিবাসী ও উদাসীন ও নিঃসম্পর্ক ও বিদেশী ভাবতেই বান্ধবতা করেন এবং সত্য হইতে ইহকাল পরকাল উভয় সুষ্ঠু হয় ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে সত্যের পর আর বন্ধু নাই এবং সত্যই পরম ধর্ম্ম।

১৫। ও এই সত্যেতে জগৎসংসার ব্যবহার চলিতেছে। যদ্যপি কুচিৎ মিথ্যা প্রাচুর্য্য দেখা যায় ফলে তাহাতেও এই বিবেচনা কর্ত্তব্য যে সে মিথ্যা সত্যাভাস না হইয়া কদাচ প্রতিভা পায় না এবং কার্য্য সাধন করে না সুতরাং এই বলিতে হয় যে সত্যাশ্রিত রূপেই সর্ব্ব সাধারণের জীবন ধারণ ও সত্যই সকলের কারণ হয়।

১৬। সেই সত্যকথা রূঢ়রূপে কি অসন্তোষজনকরূপে কহিবার আবশ্যক নাই কেননা যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন কথা কহিতে হয় তাহার সময় বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ অনুসারে ও প্রস্তাব সহকারে ও শ্রোতার শ্রদ্ধানুরূপে সে কথা কহিলে অতিউত্তম হয়। আর পরনিন্দা পরাপবাদ উত্থাপনে-বক্তার দোষ বিনা প্রথমত অন্য ফল নাই। অন্তত সেই নিন্দক লোকে অপ্রিয় ও অশ্রদ্ধেয় ও দ্বেষ্য হয়। অপিচ সত্য আর ন্যায় সহযোগী হয় যেখানে সত্য না থাকে তথাতে ন্যায় কদাচ থাকে না ইতি।

২ দ্বিতীয় অস্তেয়ং।

অন্যায়েন পরধনাপহরণং স্তেয়ং তদ্ভিন্নমস্তেয়মিতি কুলূক ভট্টঃ। স্তেয় শব্দে চুরি করণ বুঝায় তদভাব অস্তেয়। বস্তুত অন্যায়রূপে পরের ধনাদি গ্রহণ নিবৃত্তি তাৎপর্য্যার্থ। অত এব আদৌ স্তেয় বিবরণ কহিতে হইল যে চুরি, ডাকাইতী, বাটপাড়ী, কৃত্রিম অর্থাৎ জালকরণ, ও মিথ্যাসাক্ষ্য দেওন, ছলছলে কৌশলে পরের ধন লওন, উৎকোচ, ও চাকর হইয়া স্বামির বিশ্বাস ঘাতকতা করণ, ও পরদারাদি গমন, অন্যায় রূপে কি বলক্রমে পর ভূম্যাদি অপহরণ করণ ইত্যাদি সমস্তই স্তেয়শব্দে সংগৃহীত হয়। তথাচ স্মৃতিঃ। সমক্ষে বা পরোক্ষে বা নিশায়াং যদিবা দিবা। যৎ পরদ্রব্যহরণং তৎস্তেয়মিতি কথ্যতে। অস্যার্থঃ, সাক্ষাৎ কিম্বা অসাক্ষাৎ রাত্রিতে কিম্বা দিনেতে যে কোনরূপে পরধনাদি অপহরণ করা হয় সেই চুরি।

সেই স্তেয়ের দশা এই যে ঐ সকল কর্ম্ম করিতে অনেক আয়াস ও যত্ন পরিশ্রম ও ব্যক্ত্যন্তরের সাহায্য ও মন্ত্রণা অপেক্ষা করে। কুচিৎ সেই সকল শ্রম ও ক্লেশ ভোগ করিয়া পর ধনাদি লাভ হয় কুচিৎ লাভ না হইয়া কেবল পরিশ্রমাদি মাত্র ক্লেশ ভোগ হয় তাহাতে শীতবাতাদি অনেক সহ্য করিতে হয়।

তাহার শেষ ফল এই যে রাজদণ্ড ও লোক নিন্দা ও অপ মান ও লজ্জা ও অবিশ্বাস ও লোকের দ্বেষ্য হওন ও কষ্ট

কাঠিন্য ও তাড়নাদি ভোগ ও বংশ পরম্পরা কলঙ্ক গ্রহণ করণ সার হয়।

যদি বল যে সঙ্গোপনে চৌর্য্যাদি করিলে এ সকল ঘটনা হয় না। উত্তর, একথা অতি অবোধের ভ্রান্তি মাত্র কেননা যেং লোক এই সকল অপরাধে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে কি হইতেছে তাহারা কি প্রকাশ্যরূপে সেইং কর্ম্ম করিয়াছে তাহা কদাচ নহে তবে কাহারো তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হয় কাহারো বা কিছু গৌণে ব্যক্ত হয় ফলে পাপকর্ম্মের এই ধারা যে সে ব্যক্ত না হইয়া থাকে না।

ঐ সকল চৌরাদিকে কখন কেহ ভাল বাসে না ও আদর করে না বরং সাধ্য হইলে সকলেই ঐ চৌরাদিকে নিগ্রহ করে। এবং যে ব্যক্তি চৌর্য্যাদি করে তাহার আত্মীয়বর্গও তাহাকে বিশ্বাস করে না চৌরাদি সততই সভয় ও শঙ্কান্বিত থাকে কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না এবং স্থিরসুখ তাহার কোন মতেই লভ্য হয় না সর্ব্বদা উদ্বেগ ও উৎপাত সংলগ্ন থাকে।

সাধুবৃত্ত সদুদ্যোগী গৃহস্থাদি যেমত ধনী মানী গৌরবান্বিত দেখা যায় তাদৃশ ধনী চৌরাদি এই সংসারে কদাচ দেখা যায় না চৌরাদি ঐ কদর্য্য ব্যবসায়ে যে ক্লেশ ও শ্রম ও মন্ত্রণাদি করে তাহা যদি সদ্বৃত্তি পক্ষে করে তবে অনায়াসে অতি ধনাঢ্য ও সুখী হইতে পারে কেননা সদুদ্যোগী

পুরুষ অবশ্যই লোকের আদরণীয় ও বিশ্বাস ও দয়ার পাত্র হয় চৌরাদি তাহার মত কখন হয় না অতএব চৌরাদি অতি দুঃখী ও চৌর্য্যাদি অতি কুৎসিত ও গর্হিত কার্য্য এই আশয়ে যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্য প্রকরণে ৪ সর্গে উক্ত হইয়াছে।

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতঞ্চেতি দ্বিবিধং পৌরুষং স্মৃতং। তত্রো চ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতং। অস্যার্থঃ, শাস্ত্রছাড়া অশাস্ত্রাদি দ্বারা যে উপার্জ্জন তাহাতে অনর্থ হয় শাস্ত্র বিহিত উপার্জ্জন চেষ্টাতে পরমার্থ হয় ইতি।

অতএব ঐ দোষের বিপরীত অস্তেয় ধর্ম্ম মহাধর্ম্ম অতি সুলভ সুখজনক হয় কিন্তু তাহা লোভ দূর না হইলে ঘটে না। অন্যান্য সুখাভিলাষ ও অপরিমিত ব্যয় নিবৃত্তি না হইলেও লোভ শান্তি হয় না অথচ ঐ দুইদোষ মনুষ্যের অনাবশ্যকীয় দেখা যায় বরং তাহার বিপরীত অতি সুলভ ও সহজ ধর্ম্ম হয় কেমনা যাহার যে সুখের সামগ্রী বিদ্যমান নাই তাহার সে সুখের প্রয়াস ক্লেশকর। আর যে পরিমিত ধনাদি যাহার থাকে তাহার তাহাতে সন্তুষ্ট তৃপ্ত চরিতার্থ থাকা কোন আয়াস সাধ্য হয় না পরন্তু অন্যান্য সুখাভিলাষে ব্যগ্র হইলেও পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহার ফল উক্ত হইল।

দেখ পরমেশ্বর এই জগতে কোন বস্তুর অপ্রতুল করেন নাই সকলি পড়িয়া আছে যে কেহ জন্মগ্রহণ করে তাহার স্বীয় অদৃষ্ট বশত কি পরিশ্রমে যে পর্য্যন্ত অধিকার করিতে

পারে সেই পর্য্যন্তই তাহার ভোগ হয়। নতুবা জগৎ কাহারো নয় এবং কেহই কিছু সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় না। ইহাতে এই বিবেচনা কর্ত্তব্য যে সদনুষ্ঠানের দ্বারা সহজে ও অনায়াসে যে লাভ হয় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে পরমেশ্বরের কৃপাতে অধিক সম্পত্তি হয় ও লোক স্থিরসুখী হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষেও দেখা যায় ন্যায়াগত ধনে কখন কোন উৎপাত নাই নতুবা পরপীড়া পূর্ব্বক কি ছল বল কৌশলে পরের ধনাদ্যপহরণ করিলে কে নিশ্চিন্ত থাকে ও কতকালই বা তাহাকে স্বচ্ছন্দরূপে ভোগবান্ হয়। ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য যে আপনার ধনাদি অন্যায়রূপে অন্যে লইলে যে দুঃখ হয় তাহা অন্যের কেন হইবেক না।

বস্তুতস্তু জগতে পরস্পর বিনিময় পরিবর্ত্ত ধর্ম্মকেই মর্য্যাদা করিয়াছেন এমতে যেমন কেহ কাহার স্থানে তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে বস্ত্র লয় তাহাতে উভয়েই সন্তুষ্ট থাকে ও সুখ সাধন করে সেইরূপ গুরুর জ্ঞান ও সদুপদেশ আর শিষ্যের প্রণামী এবং পুরোহিতের বৈধ পরিশ্রম ও যজমানের দক্ষিণা ভৃত্যের বিশ্বাস কার্য্য শ্রম যত্ন ও স্বামির যথাযোগ্য বেতন আর আত্মীয় বান্ধবের অনুকূলতা ও তদনুরূপ ভরণ পোষণ এবং দম্পতি সম্বন্ধ হয় ইহার বিপরীত যে কোন পক্ষ হউক না কেন সেই চোর এতাবতা যথান্যায় পরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে পরস্ব গ্রহণ করণ কি প্রতারণা পূর্ব্বক অল্প বস্তুর বিনিময়ে অধিকতর লাভ করণ ও বিশ্বাস ঘাতকতাচরণ করণ ও পর

কীর সুখাস্বাদে পরদারাদিতে প্রসক্ত হওন ঘোরপাপ মহা দুঃখ দায়ক হয়।

আর যাহারা জন্মান্তর মানে না সে সকল নাস্তিকের মত প্রবোধ উক্ত প্রকরণেই আছে আর যে সকল পাপী জন্মান্তর মানে অথচ পরধন হরণে জ্ঞান করে যে আমার পূর্ব্ব জন্মের ধার উদ্ধার ঋণ করিয়া কি অন্যকোন বিশ্বাস ঘাতকতারূপে করিলাম তাহারদিগের এই বিবেচনা উচিত যে পূর্ব্বজন্মের প্রাপ্য হইলে সদনুষ্ঠান ও সদ্ব্যবহার দ্বারাই অনায়াসে লাভ হয় এবং ইহা প্রত্যক্ষেও দেখা যায় তাহাতে কোন অন্যায় ও পাপ কার্য্যের ও জুয়াচুরির কোন আবশ্যক রাখে না যদি কুকার্য্য ও বিশ্বাস ঘাতকতাতে লাভ হয় তবে সে অবশ্যই পাপ এবং পূর্ব্ব জন্মের প্রাপ্য নয় এই নিশ্চয়।

বরং ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু অল্প হইলেও সে মহা সুখদায়ক ও যথেষ্ট কর্ম্মোপযোগী হয় কেননা তাহাতে কোন উদ্বেগের সম্ভাবনা ও আশঙ্কা নাই ও প্রকাশতই ব্যবহার করা যায় পরন্তু যে সকল গৃহী সাধুবৃত্ত ন্যায্য বস্তুতে সন্তোষ পূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহ করে ও কাল কাটায় তাহারদিগের আর অধিক পুণ্য কর্ম্ম ও তপস্যার প্রয়োজন বড় নাই। তাহারা অন্তের ব্রত রক্ষাতেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এই শাস্ত্র, প্রমাণ যথা যাজ্ঞবল্ক্য। ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে। অস্যার্থ

যে গৃহী ন্যায়েতে ধন উপার্জন করে ও তত্ত্বজ্ঞানবান্ হয় অতিথি সেবা ও শ্রাদ্ধ করে সত্য কথা কয় সে গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়।

তবে যে সকল লোক অন্যান্য সুখাভিলাষী ও আত্ম গৌরব ও যশঃ প্রত্যাশী হইয়া কিম্বা কোন ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে অপরিমিত ব্যয়ে ব্যগ্র হইয়া ছলবলাদি দ্বারা জনসমূহের ধনাপকর্ষণ করেন তাঁহারদিগের ইহকালেও সুখ হয় না এবং তাদৃশ কার্য্যেও কিছু পুণ্য হয় না কেবল পাপ মাত্র সার তদ্যথা গরুড় পুরাণে ১১১। অপহৃত্য পরস্বং হি যস্তু দানং প্রযচ্ছতি। স দাতা নরকং যাতি যস্যার্থস্তস্য তৎফলং। অস্যার্থঃ, পরবিত্ত অপহরণ করিয়া যে দান করে সে দাতা নরকে যায় আর যাহার ধন তাহারই ঐ দান ফল হয়। অপর কাশীখণ্ডে ৬১। পুণ্যেনোপার্জ্জিতং দ্রব্যমপ্যল্পমপি যৈর্নরৈঃ। দত্তং তদক্ষয়ং নিত্যং মুনেহধিমণিকর্ণিকং। অর্থাৎ ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে যৎকিঞ্চিৎ সৎকর্ম্ম করা যায় সেই বিত্তর পুণ্য [illegible]পিচ ধন ছড়াইলেই দান পুণ্য হয় না যেহেতুক ইহারই পর কাশীখণ্ডোক্ত। ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দেয়ং ব্যাধিতেভ্যস্তথৌষধং। দেয়া বিদ্যার্থিনে বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে। অর্থাৎ আপৎ ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন দেওন ও অন্ধ আতুরাদি দীন পোষণ এবং অনাথ রোগির চিকিৎসা ও বিদ্যা শিক্ষার উপায় করণ আর সাধারণোপকারার্থ জলাশয় ও পথ ধর্ম্মশালাদি নির্ম্মাণ করণ ও সৎপাত্রে দান ইহাতে পুণ্য হয় নতুবা কুরীতি

মূর্খ ইতরের আমোদ ও তুষ্টার্থ যে ব্যয় সে অপব্যয়ই হয় এবং দুষ্ট প্রতিপালন জন্য পাপ সমূহ ঘটে এমতে যাঁহারা অসদুপার্জন করিয়া অসৎ ও মূর্খ লোকের যশঃ স্তোত্রের আকাঙ্ক্ষায় ব্যয় করেন তাহাতে আয় ব্যয় উভয় পক্ষেই অন্তত তাহারদিগের উদ্দেশ্য সুখ ও যশের স্থানে দুঃখ আর অপ যশই অধিক দেখা যায়।

এই স্তেয় পাপের মূল যে লোভ সে লোভে কামকে উপ স্থিত করে কাম এসকল অনর্থই ঘটায় এবং কাম প্রেমাদ কামনা বাসনা মাত্রে দেখা যায় ঐরূপ রতি কামেও বিরাজমান হয় সেই কামের কিঞ্চিৎ পরাভব দেখিলে তাহার সহচর ক্রোধ মূর্ত্তিমান্ হয় এবং সে হিংসাদি নানা জঞ্জাল আনয়ন করে তাহা অক্রোধ প্রকরণে লেখা গেল ফলত কাম একা নয় তাহার সঙ্গে আরো দশটি চলে তাহারা এক২ ধিঙ্গী এক২ জন। যথাহ মনুঃ ৭।৪৭। মৃগয়াক্ষোদিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ। তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজোদশকোগণঃ। অস্যার্থঃ, মৃগয়া পশু পক্ষি মৎস্যাদি বধঃ ১। অক্ষঃ পাশাদিক্রীড়া অর্থাৎ সজীব নির্জীব দ্বারা খেলা করণ ২। দিবাস্বপ্নঃ সকল কার্য্য বিঘাতিনী দিবানিদ্রা ৩। পরিবাদঃ পরদোষকথনং ৪। স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীসম্ভোগঃ অর্থাৎ অতিশয় ও অবিহিতরূপে স্ত্রীমত্ততা ৫। মদঃ মদ্যাদিপানজন্যমত্ততা ৬। তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীত বাদিত্রে অযুক্তি সিদ্ধ ব্যাসক্তিঃ ৭। ৮। ৯। বৃথাট্যা বৃথা ভ্রমণং ১০। ইহারা প্রায় কর্ত্তাকেই নষ্ট করে কুচিৎ২ পরের

অপকারেও প্রবৃত্ত করায় অতএব এই গোষ্ঠীকে কোন মতেই আদর করা কর্ত্তব্য নয়।

সুতরাং সকল অনর্থের মূল লোভকে বস্তুবিচার ও পরমেশ্বরদত্ত ন্যায্য বস্তুতে সন্তোষ থাকনের দ্বারা পরাজয় করিলে অস্তেয় ধর্ম্ম সহজেই উদয় হন তাহাতেই লোক ইহকাল ও পরকালে সুখ সম্পত্তি বিশিষ্ট হয়। অস্তেয় ধর্ম্ম বিরহে এ জগতে কেহই স্থির সুখী হইতে ও সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে না কেননা যে যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে ও পরস্পর পরস্বাপহরণে কাহারই কোন বস্তু স্থির থাকে না অপিচ অস্তেয় ধর্ম্মদ্বারা পরোপকার রূপ দান ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় ইতি।

৩ তৃতীয় অক্রোধঃ।

অপকারির প্রতিও ক্রোধ না করণ ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। ক্রোধহেতু থাকিলেও ক্রোধ না হওন ইতি কল্লূকভট্টঃ। ক্রোধশ্চিত্তবিকারঃ তদ্বিপরীতোঽক্রোধইতি জটাধরঃ। সুতরাং প্রথমত ক্রোধের বিষয় ব্যাখ্যা করিতে হইল।

ক্রোধ প্রথমত উদয় হইবামাত্র জ্ঞাননাশ করে এবং আত্মাকে দুঃখ জন্মায় অনন্তর অন্যের দুঃখ ঘটায়। কিন্তু অন্যের দুঃখ হউক বা না হউক তাহার নিশ্চয় নাই ফলে আত্মার দুঃখ নিশ্চয় হইয়া থাকে। পরন্তু ক্রোধ যে হিংসাকে উপস্থিত করে সে হিংসাতে ক্রোধশান্তি না হইয়া প্রতি হিংসা জন্য পুনরায় সেই ক্রোধ অতি বলবানরূপে প্রজ্বলিত হয়।

যখন পথে গমনকালে যদি কোন অসভ্য লোক দ্বারা অঙ্গ স্পর্শ হয় তবে তাহাতে কেহ ক্রোধ করিয়া মুষ্ট্যাঘাত করে তখন সেই অসভ্য তাহাকে দণ্ড নিক্ষেপ করিলে ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পায় কদাচ শান্ত হয় না ইহাতে প্রথমাবধি অক্রোধ থাকিলে আর কোন উৎপাত হইতে পারে না।

যেহেতুক শরীরি আত্মার তিন শক্তি আছে জ্ঞানশক্তি, আকর্ষণ শক্তি, বিক্ষেপ শক্তি। সাত্ত্বিকী জ্ঞানশক্তিতে হিতাহিত ন্যায্যান্যায্য ভদ্রাভদ্র বিবেচনাদি তাবৎ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। আকর্ষণ শক্তি ক্ষুধা পিপাসা এবং ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় বাসনা কাম সম্ভোগাদি সুখ রাগ প্রিয়বস্তুর অন্তর্গত করণ ও স্বদেহ সংযোগাদির ইচ্ছা প্রবৃত্তি আদি তাবৎকে উৎপত্তি করে তাহাতেই রজোগুণ প্রকাশ লোভাদি দেখা যায়। বিক্ষেপ শক্তি দেহস্থ দুঃখ জনক বস্তু ত্যাগ ও অপ্রিয় বস্তুর দূরীকরণ এবং প্রিয় বস্তুর বাধক ও নাশক সকলের দ্বেষ হিংসাদি উপস্থিত করে সুতরাং সেই ভাবে ক্রোধোদয় হয় যদি সেইক্রোধে অজ্ঞান তমোগুণ যোগ হয় তবেই মোহ প্রধানে সেই ক্রোধ হিংসাদি মহাপাপ সকল ঘটায়। এমতে আদিক্ষণে ক্রোধোৎপত্তি সময়ে যদি হিতাহিত বিবেচনারূপ জ্ঞানশক্তির প্রবলতাতে ঐ ক্রোধকে বারণ করা যায় তবে অক্রোধ রূপ পরমধর্ম্ম প্রকাশে আত্মার ঐহিক পারত্রিক কোন দুঃখ ঘটনাই হইতে পারে না।

ক্রোধ কেবল আপনিই দুঃখ দায়ক হয় এমত নহে বরং যে এমত দুষ্ট যে আর অষ্টদোষকে মূর্ত্তিমান্‌রূপে প্রকাশ করে তথাচ মনুঃ ৭। ৪৮। পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহঈর্ষ্যাহসূয়ার্থ দূষণং। বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ। পৈশুন্য অবিজ্ঞাত পরদোষের প্রকাশ করণ ১। সাহস সাধুর বন্ধনাদিনিগ্রহ ২। দ্রোহ কলে কৌশলে বধ করণ ৩। ঈর্ষ্যা অন্যের গুণের অসহিষ্ণুতা ৪। অসূয়া পরের গুণে দোষ প্রকাশ করণ ৫। অর্থ দূষণ পরস্বাপহরণ এবং দেয় বস্তুকে না দেওন ৬। বাক্‌পারুষ্য কটু কথন ও গালি দেওন ৭। দণ্ডপারুষ্য মারিপিট করণ ৮। এই অষ্ট দোষের কত অষ্ট সহস্র অকার্য্য ফল আছে তাহা সংখ্যা করা দুঃসাধ্য কিন্তু তাহা বিবেচক বুদ্ধিমান্‌ লোকে সকলি প্রত্যক্ষে দেখিতে পান।

ক্রোধ হিংসাকে উপস্থিত করে বটে কিন্তু হিংসাবুদ্ধি না থাকিলে ক্রোধ কদাচ হয় অতএব হিংসার প্রাধান্য বোধ হয়। যথাহ মার্কণ্ডেয়ঃ। হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতং। মৃত্যুর্ব্যাধির্জরাশোকতৃষ্ণাঃ ক্রোধশ্চ জজ্ঞিরে। অন্যচ্চ। অহিংসালক্ষণোধর্ম্মোঽহিংসা চাধর্ম্মলক্ষণেতি ভারতং। অতএব হিংসা সকল পাপের মূল।

হিংসাশব্দে প্রাণি পীড়া বুঝায়। তদভাব অহিংসা। হিংসা ভাবোঽহিংসা ইতি কুল্লূকভট্টঃ। ধর্ম্মস্য ভার্য্যাঽহিংসা...

ইতি বামনপুরাণং। অতএব হিংসা না করণ রূপ অহিংসা মহাধর্ম্ম। তথাচ শ্রুতিঃ। মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি। অপিচ অহিংসা পরমোধর্ম্ম ইতি পুরাণং। এই অহিংসাতে মুক্তিও হয়। যথাহ মনুঃ ৬। ৬০। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগ দ্বেষক্ষয়েণ চ। অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

এপ্রযুক্ত লোকের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য যে কায়মনোবাক্যে কাহারো হিংসা না করে বিশেষত আত্মপ্রাণ যেমন লোকের প্রিয় তেমন অন্যের প্রাণও তাহার প্রিয় ইহাতে আপনার তুষ্টি নিমিত্তে অন্যের প্রাণ পীড়া কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। পরন্তু যে কোন ব্যক্তি ছাগ মাংসাস্বাদ জন্য ছাগের হিংসা করে সে কি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে আহ্লাদিত হয়। তাহা কদাচ নহে।

যদিবল এই জগতে পরস্পর সকলেই হিংসক স্বভাবত হিংসা না করিয়াই জীবন ধারণ করিতে পারে না বিশেষত আপনার ক্ষুধার প্রতিকারে পশু পক্ষি মৎস্যাদি অনেকেই হিংসারত সুতরাং তাদৃশ শরীরী মনুষ্য কিরূপে অহিংসক হইতে পারে।

উত্তর, যেমন মনুষ্যজাতি অন্যান্য জীব সকলের শারীরিক ভাবে সমান তেমন জ্ঞান বিষয়ে মহাভিন্ন দেখা যায় ইহাতে জ্ঞানদ্বারা মনুষ্য আপনাকে অহিংসক রাখিতে পারে।

যদিবল জ্ঞানদ্বারা অনাবশ্যকীয় হিংসা বারণ হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানকর্ত্তৃক ক্ষুধা বারণ হয় না এমতে আহারীয়

হিংসার কিউপায়। উত্তর, যেমন ব্যাঘ্রাদির মাংস বিনা আহার নাই এমত মনুষ্যের নয় যে পশু মাংস মৎস্যা দিতে জীবন ধারণ না করিলে পশুর দুগ্ধাদি ও পক্ব ফলাদি ও শস্যাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে না আর ঔষধার্থ কিম্বা আপৎকালে প্রাণ রক্ষার্থ যদ্যপি মৎস্য মাংসাদির আবশ্যক হয় অথবা প্রাণঘাতক পশ্বাদির ব্যাঘাত করিতেই হয় তথাপি সে রাগ হিংসাত্মক ব্যাপার নহে তাহার মুখ্য প্রয়োজন আত্মরক্ষা তাহা সর্ব্বথা বিধেয়। তথাচ শ্রুতিঃ। আত্মানং গোপায়েৎ। অপিচ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং হেতুরুচ্যতে। তস্মিন্ধ্বস্তা কিন্ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং। অস্যার্থঃ, আত্মাকে সদা রক্ষা করিবেক। আর ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ফলচতুষ্টয়ের হেতু যে শরীর তাহাকে রক্ষা করিলেই এসমস্ত রক্ষা হয় যদি শরীরকে রক্ষা না করে তবে সমস্তই নষ্ট করা হয়। অপর প্রা, মি, যাজ্ঞবল্ক্য কহেন যে। প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া। দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্মাংসং ন দোষভাক্। অর্থাৎ প্রাণ যায় এমত কালে যদি মাংসাদি ভক্ষণ করিলে প্রাণ বিয়োগ না হয় ইত্যাদি সময়ে দেবতাকে দিয়া খাইলে দোষ হয় না এমতে উক্ত হইয়াছে যে। তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ।

আর প্রাণনাশক প্রাণিহিংসা তখন যুক্ত হয় যখন তাহাকে বধ না করিলে আত্মরক্ষার আর উপায় না থাকে এবং সমূহ মহাপ্রাণি রক্ষার্থ হিংসক পশ্বাদির বধও ন্যায্য হয় কেননা

অনেকের রক্ষার্থ দুষ্ট একজনকে হিংসা করণ অযুক্ত নহে তদ্যথা কালিকাপুরাণে ১৯। একস্য যত্র নিধনে প্রবৃত্তে দুষ্টকারিণঃ। বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদোবধঃ। অন্যচ্চ মৎস্যপুরাণে ১৩৪। শৃঙ্গিণং নখিনং রাজন্ দংষ্ট্রিণং বা বধোদ্যতং। যোহন্যান্ন স পাপেন লিপ্যতে মনুরব্রবীৎ। অপিচ যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তি প্রকরণে ৭ সর্গে ১৪০। স্বধর্ম্মৈ নৈব-হিংসৈব মহাকরুণয়া সমা। অস্যার্থঃ, স্বধর্ম্ম রূপ যে হিংসা সে মহা দয়ার সমান হয় যেহেতুক দুষ্ট দমনার্থ হিংসা না করিলে সেই দুষ্ট কর্তৃক অনেক সাধুনাশ হয় সুতরাং তাহা মহা পাপজনক অতএব দুষ্ট নষ্ট করাই সাধুর প্রতি দয়া করা হয় তাহার পর ধর্ম্ম আর কি আছে। এমতে পরদুঃখ দূর করণেচ্ছা রূপ দয়াধর্ম্ম অহিংসা ধর্ম্মেই উদয় হইল।

ঐ সকল কারণ বশতঃ যদ্যপি কদাচিৎ কিঞ্চিৎ হিংসা করা হয় তথাপি সেই হিংসার ব্যবসায় ও নিত্য কর্ত্তব্যতার আবশ্যক নাই কেননা সে হিংসা আপদ্ধর্ম্মমধ্যে গণনীয় হয় আর আপদ্ধর্ম্ম নিত্যকার্য্য নয়। তথাচ পরাশরঃ। যেন কেন চ ধর্ম্মেণ মৃদুনা দারুণেন বা। উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থোধর্ম্মমাচরেৎ। অস্যার্থঃ, কোমল ব্যবহার করাই হউক কিম্বা কঠিন কার্য্য করাই হউক যে কোন প্রকারাচরণে আপৎকালে প্রাণরক্ষা হয় তাহাই করিয়া আত্মাকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেক তদনন্তর যখন সমর্থ হয় তখন ধর্ম্মই আচরণ করিবেক অর্থাৎ ঐ আপদ্ধর্ম্মাচরণ করিবেক না।

যেমন লোভাদি জন্য হিংসা হয় সেইমত ক্রোধজন্যও হিংসা অনেক হইয়া থাকে তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় এবং নিষ্ফল কার্য্য মাত্র অতি জঘন্য ব্যাপার বটে অতএব কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া কিম্বা কৌতুকাদি চ্ছলে কোন ব্যক্তির কোন হিংসা সর্ব্বদা অক র্ত্তব্য বিশেষত মনুষ্যের সজাতীয়ের প্রতি কোন হিংসা করা অত্যন্ত পাপ ও অযুক্ত ব্যাপার কেননা সেই হিংসাতে তাহার কেবল পরকাল নষ্ট হয় মাত্র এমত নয় কিন্তু ঐহিকেও তাহার প্রতি হিংসাদি অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

আদৌ যে যাহার হিংসা করে সে তাহারে হিংসা করে এমতে [illegible] পরম্পরা ঐ হিংসা চলিয়া থাকে তাহাতে উভয়দলে কেহই চিরদিন শান্ত ও সুখী থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় হিংসক লোকের প্রতি ভিন্ন কোন ব্যক্তিরও বিশ্বাস থাকে না দেখ যদি কোন ব্যক্তি রাগান্ধ হইয়া কাহারো হিংসা করে তাহা জানিলে অপর জন সকল ভীত হইয়া ঐ রাগান্ধ পুরুষের সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় না বরং নিবৃত্ত থাকে এমতে সেই হিংসক ব্যক্তির কোন ব্যবহারে স্বচ্ছলতা ঘটে না তাহাতে তাহার দুঃখই ঘটে।

তৃতীয় এই সংসারে কাহার কোন অবস্থার স্থৈর্য্য নাই কে কখন কি ভাবে থাকে তাহার নিশ্চয় কেহই করিতে পারে না এমতে যে কোন হিংসকের দুর্দ্দশা ঘটে তাহাতে অন্য

কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কিছু আশ্রয় পাওয়া ভার হয় বরং সেই হিংসকের প্রতি অপকার করণেই অনেক সাধু ব্যক্তির চিত্ত নিবিষ্ট হইতে থাকে।

চতুর্থ কোন হিংসকের হিংসা পরাক্রম চিরস্থায়ী হইতে পারে না সুতরাং ঐ পরাক্রমের হ্রাসকালে তাহাকে অবশ্যই সেই কৃত হিংসার ফলভোগ করিতে হয় অর্থাৎ যাহার২ প্রতি সে হিংসা করিয়াছিল তাহারা তাহাকে বিহিত প্রতিফল দেয়।

পঞ্চম হিংসা কেবল স্বহস্তে বধাদি করিলেই হয় এমত নহে কিন্তু যোগ প্রয়োগ কল কৌশলেও অনেক হিংসা হয় অতএব হিংসক যে হয় তাহাকে সর্ব্বসাধারণ লোকেই দ্বেষ করে। পরন্তু মহিষ বরাহ সর্পাদি হিংসক জন্তুর প্রতি যেমন অবিশ্বাস সেইমত ঐ হিংসক ব্যক্তিকে যে কেহ দেখে কিম্বা জানিতে পায় তাহাকে দ্বেষ করিতে ত্রুটি করে না ইহাতে হিংসক লোক সর্ব্বদা সভয় ও আপনাকে স্থৈর্য্যাবস্থাতে রাখিতে মহাব্যস্ত থাকে এবং তাহার উৎকণ্ঠা দশাকে তাহার নিজ সুখ সাধনের লাঘব হইয়া মহা দুঃখী ও সর্ব্বদা ভগ্নাশ ও ভগ্নসঙ্কল্প ও ভগ্নোদ্যম প্রায় খেদান্বিত অনভিমানী ও অসুখী থাকে তাহাতেই মনু কহিয়াছেন যে। অধার্ম্মিকো নরোযোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনং। হিংসারতশ্চ যোনিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে। অস্যার্থঃ, যে লোক অধার্ম্মিক আর যাহার অন্যায্যধন এবং যে হিংসাতে রত থাকে তাহারা ইহকালেও সুখ প্রাপ্ত হয় না।

এই সকল কারণ প্রযুক্ত নিশ্চয় হইতেছে যে হিংসার বিপরীত অহিংসা আর অক্রোধ মহাধর্ম্ম এবং ঐহিক ও পার ত্রিক মহাসুখজনক হয় অতএব লোকের উপকার আর অপ কারস্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের আদিকারণ এই ধর্ম্ম বিচারে দৃষ্ট হয় তথাচ কাশীখণ্ডে ৬। পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেব হি। নোপকারাৎ পরোধর্ম্মোনাপকরাদঘং পরমিতি।

৪ চতুর্থ হ্রীঃ।

হ্রী লজ্জাকে বলা যায় লজ্জাধর্ম্মের মহিমা অনেক। আপা তত লোক লজ্জাতেই সংসারের ব্যবহার ও অনেক মঙ্গল কার্য্য হইতেছে লজ্জাহীন ব্যক্তি উন্মাদ মধ্যে গণনীয় কেন না সুস্থ মনুষ্যের কৃতিসাধ্য যে ব্যাপার না হয় এমত কোন কার্য্যই উন্মাদ ব্যক্তি করে না তবে উন্মাদের লজ্জা নাই এমতে তাহার ক্রিয়া সকল নীতি ও প্রকরণের বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত হয়।

যে ব্যক্তির লজ্জা নাই তাহাকে কখন কোন সল্লোকে প্রিয় জ্ঞান করে না বরং নির্লজ্জ লোকের সহিত কোন মান্য লোকে আলাপ ও ব্যবহার করে না। লজ্জাহীন পুরুষ কখন সুসভ্য হইতে পারে না।

জগতে অনেকেই পরমার্থ বুঝে না সুতরাং সে ভয় অল্প করে আর ঐহিকেও কুকর্ম্মের ফল দেখিয়াও দেখে না এবং রাজদণ্ডের নিশ্চয় নাই এমতে তাহারা কেবল লৌকিক লজ্জা ভয়েই সাধুআচরণ করিয়া থাকে ও কুকার্য্য হইতে

নিযুক্ত হয় কেহবা গোপনে করে ইহাতে যদি লজ্জা না থাকে তবে সে প্রকাশ রূপেই মন্দাচরণ করিতে পারে কেননা লজ্জাহীন ব্যক্তির কোন পাপ করণেই আর কিছু ভয় নাই। অপিচ লোক-লজ্জা ব্যতিরেকে অবোধ ও অন্ধ লোকের কুপ্রবৃত্তির হ্রাসতার উপায়ান্তর নাই।

ইহা প্রত্যক্ষে উপলব্ধি হইতে পারে যে প্রদেশে প্রতিবাসি লোকের ব্যবহারানুযায়ি নির্লজ্জকর্ম্ম প্রচলিত হয় সেখানে না ঘটে এমত কুকর্ম্মই নাই কেননা তথাতে কুকার্য্য প্রবৃত্তির বাধক পরস্পর লজ্জা ও অপযশ ভয় মাত্র থাকে না। যেমন বল কার্য্যে পরবিত্ত হরণ ও চাকরী উপলক্ষে অসদুপার্জ্জন করণ প্রায় লজ্জার বিষয় নাই বরং তাহাতে প্রতিবাসি ও আত্মীয়গণে পৌরুষ প্রকাশ হয় এমতে প্রায় নির্লজ্জ লোকই ঐ দুষ্কর্ম্মে রত ইহাতে পরস্পর সকলেই ব্যাকুলও আছেন যথা কোন ব্যক্তি থানাদারী করিয়া আপন কার্য্য স্থানে কাহারো ঘরে চুরি হইলে তাহার হালের গরু দুইটি বিক্রয় করাইয়া স্বার্থ করেন অথচ তাহার নিবাস স্থলের থানাদার তাহার ঘরে চুরি হইলে তাহার জল পাত্রটীও বিক্রয় করাইয়া লয়।

নির্লজ্জ লোক সকল যেমন নির্দয়তা রূপে উপার্জ্জনাদি করে তেমনি কদর্য্য আমোদেই তাহারদিগের ধন ক্ষয় হয়। অপিচ কোন ধর্ম্ম কর্ম্মোপলক্ষে আত্ম বিভবের অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন যে এমত না করিলে লোকের কাছে

মুখ দেখান ভার দেখ কি বিপরীত বুদ্ধি ও মূর্খতা যে পরিমিত ব্যয়ে শাস্ত্র সিদ্ধ ঐহিক ও পরমার্থ স্থির থাকে অথচ লজ্জা মাত্রের বিষয় নাই তাহাতেই লজ্জা আর যে অযুক্ত অপরিমিত ব্যয়ে ঐহিক ও পরমার্থ উভয় নষ্ট হয় বরং পরে সমূহ লজ্জার কার্য্য ও মানহানি ঘটে তাহাতে কিছু মাত্র লজ্জা নাই এসকল প্রণালীর মূল কেবল মূর্খতার প্রাচুর্য্য ও অবিবেচনা ঘটিত দেশের কদাচার মাত্র।

কেননা এমত অপরিমিত ব্যয় বিধান কোন সচ্ছাস্ত্রে দেখা যায় না বরং নিষেধই পাওয়া যায় যথাহ মনুঃ ১১। ১০। ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকং। তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ। অর্থাৎ অবশ্য ভরণীয় স্ত্রী পুত্রাদির পীড়া জন্মাইয়া পারলৌকিক ধর্ম্ম বুদ্ধিতে যে দানাদি করে সে দানে সে দাতার ইহকালে ও পরকালে দুঃখই হয়। অপিচ ন্যায়ার্জ্জিত বিত্তেরও ব্যয়ের পরিমাণ উক্ত আছে তথাহি যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নোযঃ স তু সোমং পিবেদ্দ্বিজঃ। প্রাক্সৌমিকীং ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্যস্যান্নং বার্ষিকং ভবেৎ। মনুরপি ১১। ৭। যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে। অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি। অস্যার্থঃ, অবশ্য পোষ্য বর্গের ভরণার্থ ত্রিবর্ষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ যোগ্য কিম্বা ততোধিক ধন যাহার থাকে সে ব্যক্তি কাম্য সোমপাদি যাগ করিতে পারে। অন্যচ্চ। একাং গাং দদ্যাৎ

দ্বাদশ দদ্যাচ্চ গোশতী। শতং সহস্রগুর্দদ্যাৎ সহস্রং-বহুগোধনঃ। এবং। পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে। ধর্ম্মায় যশসেহর্থায় কামায় স্বজনায় চ। অস্যার্থঃ, দশাংশ কাম্যদান করিতে পারে আর ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তকে ধর্ম্মার্থ, যশোর্থ, সঞ্চয়ার্থ, কামার্থ, স্বজনার্থ, এই পঞ্চভাগ করিলে, ইহকাল পরকালে সুখী হয়।

লজ্জার তাৎপর্য্য এমত নহে যে অনাবশ্যকীয় ও অযুক্ত ও কুকার্য্য করিয়া সল্লোকের সমীপে লজ্জিত থাকন, বরং লজ্জার অর্থ এই যে যেং কার্য্যে পরে লজ্জিত হইতে হয় কিম্বা রাজসভা ও সাধুজন সমাজে যে বিষয় প্রকাশে আত্মার গ্লানি ও মানহানি হইতে পারে তাদৃশ কর্ম্ম প্রথমতই না করণ। তথাচ মার্কণ্ডেয়পুরাণং। যচ্চাপি কুর্ব্বতোনাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক। তৎ কর্ত্তব্যং বিশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে।

অতএব স্থির হইল যে যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিজ ধর্ম্ম পালন অথচ লোকাচার বিরুদ্ধ না হওন লজ্জান্বিতের কর্ম্ম আর সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ও রাজ্যাধিপতি ও পিতামাতা গুরু সন্নিধানে অধোবদন যাহাতে না হইতে হয় তাদৃশ চেষ্টা পুরুষের আবশ্যকীয় কার্য্য হয়।

আর খেলা আদিতে মত্ত থাকিয়া বাল্যকালাবধি সদ্বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে অন্যের বিদ্যা সমাগমে লজ্জিত হইয়া সেই বিদ্বানের তাচ্ছীল্য অথবা অপমান ও

অমর্য্যাদা দ্বারা আপনাকে নির্লজ্জ করণ। এবং প্রথম কালা বধি অবিবেচনা ও আলস্যাদি দোষাবৃত থাকিয়া ধনসঞ্চয়া ভাবে পরে অন্যের ধন সৌষ্ঠবে আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া নিজ গৌরবের প্রাবাল্যাশাতে ব্যয় বাহুল্যার্থ ঋণ পাপ করণ কিম্বা কদর্য্যানুষ্ঠানে পরস্ব লাভ করণ কোন মতেই ন্যায্য এবং যুক্তিসিদ্ধ ও সুখজনক হইতে পারে না বরং তাহাতে বিপরীত ফল প্রাপ্তিই হইয়া থাকে।

এই হ্রী লজ্জাধর্ম্মরূপা ইহার দ্বারা সর্ব্ব সৌষ্ঠব সর্ব্ব মঙ্গল হয় বটে কিন্তু ইহাকে যথাযোগ্য ব্যবহার না করিলে দোষ হয় যথা। ধনধান্যপ্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু চ। আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ। এইমত প্রশ্নের উত্তর দানে ও বিচার ও বিজ্ঞ ও প্রধানের সন্নিধানে লজ্জিত হইবে না যেমন সর্ব্বদা ক্ষমা করিবেক কেবল অন্যায় পরি ভবে ক্ষমা করিবেক না তদ্যথা। সর্ব্বদা ভূষণং পুংসাং ক্ষমা লজ্জেব যোষিতাং। পরাক্রমঃ পরিভবে বৈজাত্যং সুরতে ষ্বিব ইতি।

৫ পঞ্চম শৌচং।

শৌচমাহারাদিশুদ্ধিরিতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। যথাশাস্ত্রং মজা রিণা দেহশোধনমিতি কুল্লুকভট্টঃ। কিন্তু মনু স্বয়ং শুদ্ধি কাণ্ডে ৫।১০৫। কহেন। জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারোমৃন্মনো বার্য্যপাঞ্জনং। বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৃণি দেহিনাং। ইহার পর বচনে শুদ্ধি শৌচের একার্থতা বোধ হয় অত্রএব

শোধন ও পবিত্রতা শৌচ শব্দের তাৎপর্য্যার্থ। এমতে কায় বাক্য মন ধন শুদ্ধ হইলে সর্ব্বতোভাবে শৌচ হয়। সেই শৌচ মহাধর্ম্ম। তাহা যাহার না থাকে সেই অশুচি ও অপবিত্র।

কায় শুদ্ধি অনেক প্রকার আদৌ জলাদি দ্বারা দেহের মলাপকর্ষণ, ও মুখ পরিষ্কার রাখণ, এবং অপ্রয়োজনীয় নখ লোমাদির নিরাকরণ, ইত্যাদি। দ্বিতীয় বস্ত্র শয্যাদি পরিষ্কৃত কিম্বা ধৌত করণ, ও পরিচ্ছন্ন দ্রব্য সুশ্রেণী পূর্ব্বক ব্যবহার করণ,। তৃতীয় বাসস্থানের যথাযোগ্য সংস্কার করণ, ও কদর্য্যতা দূরীকরণ, ও সুদৃশ্য সুশোভিত স্থানে বাস করণ, ইত্যাদি। চতুর্থ অন্ন পানাদি গ্রহণীয় বস্তুর উপকারকতার আদর, পরিচ্ছন্ন সুসংস্কৃত সুপক্ক সুস্বাদু সুগন্ধি সামগ্রীর গ্রহণ, এবং অপকারি দুর্গন্ধ কদর্য্য বিস্বাদু দ্রব্য গ্রহণ না করণ,। যথাহ চাণক্যঃ। কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্য্যাং কুনদীং তথা। কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ। পঞ্চম স্বীয় এবং পরকীয় ত্যক্ত মলাদির অসংস্পর্শ, ও দুর্গন্ধ ও কদর্য্যের দূর নিক্ষেপণ আর নীচ সঙ্গের অসংসর্গ ইত্যাদি। এবং যৌবন সৌন্দর্য্য পরিষ্কৃতাঙ্গাদি জন্য পরকীয় নারী পবিত্রা নহে। তথাচ স্মৃতিঃ। আসনং বসনং শয্যা জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ। আত্মনঃ শুচিরেতানি ন পরেষাং কদাচন। অর্থাৎ আসন বস্ত্র ও শয্যা স্ত্রীসঙ্গাদিতে আপনার স্বত্ব বস্তুই পবিত্র তদ্ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ নহে। ইত্যাদি প্রকারে দেহ পবিত্রতার অনেক বিধান শাস্ত্রে লক্ষ্মী চরিত্রাদি গ্রন্থে উক্ত আছে। দেহ

শুদ্ধ না হইলে অপরিচ্ছন্নতা জন্য নানা রোগোৎপত্তি ও কদর্য্যতাতে শরীরের বৈকল্য নানামতে হয় তাহাতেই অন্তঃকরণের বিকলতা প্রাপ্ত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক দুই সুখই নষ্ট হয়।

বাক্ শুদ্ধিতে অতিশয় যত্নের আবশ্যক। বাক্য সকল সাধিতরূপে অতি সুস্পষ্ট ও বর্ণাবলি ক্রমে শুদ্ধোচ্চারণ করিতে হয় এবং সভ্য ও ব্যক্তার্থ সুশ্রাব্য শব্দ বিবেচনা পূর্ব্বক কথোপকথন কর্ত্তব্য। শ্রুতিকটু অসঙ্গতার্থ কুশ্রাব্য গুহ্যাঙ্গ বাচক শব্দ ও অশুদ্ধ বস্তুর উল্লেখ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য নয়। অন্যের দোষ উত্থাপন ও গালাগালি না করণ বাক্পটুতার প্রধানাঙ্গ হয়।

মনঃশুদ্ধি সর্ব্বশুদ্ধির প্রধান তাহাতে রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যা পৈশুন্যাদি দোষ রহিত করণের আবশ্যক তবে সে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় আর মনঃশুদ্ধি না হইলে পরমার্থাধিকার হয় না এবং ঐহিক বিবেচনাতেও তৎপর হয় না। এবং দোষযুক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি প্রায় উন্মাদ ন্যায় আচরণ করে।

অর্থশুদ্ধি মহাশুদ্ধি মহাপুণ্য। তাহা কেবল অন্যায় রহিত ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত হইলে হয়। তদ্দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সংসার ব্যবহার শুদ্ধরূপে চলে এবং তাহাতে মন সর্ব্বদা পবিত্র ও স্থির থাকে যথাহ মনুঃ ৫। ১০৬। সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতং। যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ। অস্যার্থঃ, সকল শৌচের মধ্যে অর্থশুদ্ধিই প্রধান

কেননা যে ব্যক্তির শুদ্ধধন অর্থাৎ ন্যায়োপার্জিত ধন হয় সেই ব্যক্তিই শুদ্ধ নতুবা মৃত্তিকা জলদ্বারা যে শুদ্ধ হয় সে বাস্তবিক শুদ্ধ নয় ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অন্যায় পূর্ব্বক যে ধন লাভ করে সে ধনদ্বারা কখন কোন পুণ্য কার্য্য হয় না এবং যে ব্যক্তির ধন শুদ্ধ নয় সে ব্যক্তিও শুদ্ধ নয়।

এই চতুর্ব্বিধ প্রকার শৌচ ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্য সাধনো পযোগী প্রধান ধর্ম্ম হয় যাহার এই সকল শৌচের লাঘব থাকে তাহার ব্যবহারেরও অনেক বৈষম্য ভাব হয়। এবং অপবিত্রতা জন্য সাধু লোকেও তাহাকে ঘৃণা করেন ও সভ্য মধ্যে সে অনাদরণীয় হয়। ভদ্রলোক আর ইতরলোক কেবল এই পবিত্রতার তারতম্যেই নির্দিষ্ট হইতেছে নতুবা মনুষ্য জাতিমাত্রে সমানাকার সত্ত্বে ইতর বিশেষ তাহাতে আর কি আছে।

দেখ অযুক্ত মাদকাদি বস্তু সেবনে এ সর্ব্বপ্রকার শৌচের ব্যাঘাত জন্মে এমতেই প্রাজ্ঞ মণ্ডলীতে ও প্রাজ্ঞ প্রণীত শাস্ত্রে মদ্যাদির অপবিত্রতা কথিত হইয়াছে। তথাচ মনুঃ। অমেধ্যে বাপতেন্মত্তোংবৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ। অকার্য্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণোমদমোহিতঃ। অস্যার্থঃ, মদে মোহিত যে হয় সে মত্ত ব্যক্তি অশুদ্ধ বস্তুতে পতিত হয় কিম্বা অবৈদিক অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেয় ও অসঙ্গত বকে অথবা অন্য অকার্য্য করে।

এই শ্রেষ্ঠ মহাধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝিয়া যাহারা অশুদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার করে কিম্বা অসৎ সঙ্গে রত হয় অথবা অসদুপার্জ্জন ও অসদাচরণে লিপ্ত হয় তাহারা তাহাতে আপনাকে মলিন করিয়া যে ফল পায় তাহা দেখিতেই পাওয়া যায় ইতি।

৬ ষষ্ঠ ধীঃ।

ধীর্হিতাহিতবিবেকইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং ধীরিতি কুল্লূকভট্টঃ। ধীর্বুদ্ধিরিত্যমরঃ। অতএব বিষয় বোধাত্মক আত্মার যে শক্তি তাহাকেই ধী বুদ্ধি শব্দে বুঝায়। যদ্যপি জীব মাত্রেই বুদ্ধি আছে তথাপি মনুষ্যে সেই বুদ্ধি প্রকৃষ্টা মহাফল জনিকা দেখা যায় কিন্তু বুদ্ধি পদার্থে অনেক দোষ ও গুণ থাকাতে সামান্যা বুদ্ধি প্রশংসনীয়া নহে।

দোষ গুণের প্রভেদ এই যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার ইহারা যখন ন্যূনাতিরেক ভাবে চলে তখনি দোষ হয় যথা গৃহস্থের স্বদারাতিরিক্তে কাম ও স্বদারে অকাম দোষ হয়, তথা অনপরাধে ক্রোধ ও অপরাধে অক্রোধ দোষ হয়। এবং অন্যায্য বস্তুতে লোভ ন্যায্য বস্তুতে অলোভ দোষ হয়। আর মোহান্ধতা ও মদ ভ্রান্তি ও অহঙ্কার গর্ব্ব সর্ব্বথা দোষ হয় ইহারই বিপরীত গুণ হয় এবং শান্তি সন্তোষ ধৃতি সর্ব্বথা গুণ হয়।

ঐ দোষাক্রান্তা বুদ্ধি দুষ্টবুদ্ধি। গুণাক্রান্তা বুদ্ধি সদ্বুদ্ধি হয় কিন্তু যাবৎ দুষ্ট বুদ্ধির হ্রাস না হয় তাবৎ সদ্বুদ্ধির উদয় হয় না। এমতে সেই বুদ্ধির মার্জ্জনা করণ ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করণ

বাধক হয়। যেহেতুক সুতীক্ষ্ণ মার্জ্জিত বুদ্ধি না হইলে কেহ কোন পদার্থের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে না এবং যথার্থ বিচারেও সক্ষম হয় না অতএব সর্ব্বসাধারণের অতিকর্ত্তব্য এই যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাতে ও বুদ্ধি বৃদ্ধিতে অশেষরূপে সর্ব্বদা যত্নবান্ হন।

তাহার কএক উপায় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। আদৌ প্রত্যক্ষ তাহার দুই ধারা, এক এই যে বিষয়েন্দ্রিয় মনঃসংযোগে প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থ সকলের সম্যক্ প্রকারে স্বরূপ জ্ঞানানুশীলন। দ্বিতীয় পরীক্ষা, তাহাতে প্রথম বিষয় ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ ভেদে ছয় প্রকার হয় তদ্যথা কর্ণে শব্দ, চর্ম্মে স্পর্শ, চক্ষুতে তেজোরূপ, জিহ্বাতে রসাস্বাদ, নাসিকাতে গন্ধ, আর কেবল মনোদ্বারা সুখ দুঃখ ক্ষুধা পিপাসাদি প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। এবং এই সকল প্রাণির স্বাভাবিক অনুভব ইহার পর দ্বিতীয় ধারা পরীক্ষা। তাহা নানা করণ কারণ যন্ত্র দ্বারা ও দ্রব্যের দ্রব্যান্তর সংযোগে জ্ঞান গম্যে নিষ্পত্তি হয় এবং দ্রব্যাদির বিশেষ বিশেষ গুণ উপলব্ধি হয়।

দ্বিতীয়। গ্রন্থপাঠ তাহাতে দূর দেশস্থ ও মৃত ব্যক্তি সকলেরও অভিপ্রায় ও পরীক্ষা জ্ঞান হয়। এবং পৃথিবী ভ্রমণ না করিয়াই পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ নানা পদার্থের [illegible] এবং সৃষ্টি আদি গত কালের ও পূর্ব্বতন লোক সকলের অবস্থা বোধ হয় কিন্তু ইহাতে সুপণ্ডিত ও অপক্ষপাতি গ্রন্থ [illegible]।

তৃতীয় বিদ্যমান অন্যবাসের পণ্ডিত ও প্রধান লোকের উপদেশ, আর কার্য্য কৌশল দর্শন। ইহাতে যেমন প্রাজ্ঞ লোকের বাক্যে ও উত্তম রীতি ও সদ্ব্যবহারের দর্শন দ্বারা অনেক সুজ্ঞান লাভ হয় সেই মত অজ্ঞ লোকের বিবরণ ও তাহারদিগের ক্রিয়া ফল দৃষ্টে অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

চতুর্থ সাধু সজ্জন বিজ্ঞতম লোকের সঙ্গ ও আলাপ। তাহাতে অনুভূত পদার্থ সকলের বিচারকপে দৃঢ় সংস্কার ও সংশয় ছেদ ও পরকীয় বুদ্ধির ফল লাভ হয়।

পঞ্চম ধ্যান ও মনন। তাহাতে আত্মশিক্ষিত ও অনুভূত পদার্থ সকলের অশেষ বিশেষ নিশ্চয়তা ও পারিপাট্য গ্রহ হয় এবং সদসৎ বিবেচনার নৈপুণ্য লাভ হয়।

এই সমস্ত প্রকারে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধি বৃদ্ধি হইলে লোক কৃতকার্য্য ও ঐহিক ও পারত্রিক ফল সাধনে সমর্থ হয় এমতে এই বুদ্ধি পদার্থকে মহাধর্ম্মস্বরূপা জ্ঞান হয় কেননা পরম সুখের কারণ যে জ্ঞান তাহা এমত নির্ম্মল বুদ্ধি না হইলে হয় না এবং ঐ সকল সাধনোপায় বিনা দোষাসক্ত বুদ্ধির [illegible] নিরাস পূর্ব্বক উজ্জ্বল ও নির্ম্মল বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয় না।

সুতরাং জীবন সাফল্য নিমিত্তে তাবৎ ব্যক্তিকেই সতত ঐ বিষয়ে সচেষ্ট ও সতর্ক ও অনুসন্ধায়ী থাকা অতিশয় কর্ত্তব্য। অপিচ যেমন আত্মীয় নিমিত্তে লোক সকলের বুদ্ধিবিষয়ে

নিপুণ হইতে হয় সেইমত অন্য জন সকলকেও সাধ্য পর্য্যন্ত নিপুণ করা অত্যাবশ্যক এবং তাহাই পরম ধর্ম্ম।

যেমন এই ধর্ম্মসাধনে পঞ্চোপায় কথিত হইয়াছে সেইমত ইহার বাধক পঞ্চ পদার্থও আছে। প্রথম অনুচিত লজ্জা, তাহার প্রকার এই যে যেকোন পদার্থ জানিতে পারে না তাহা অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করণে লজ্জা জ্ঞান এমতে সেই অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না।

দ্বিতীয় অপমানশঙ্কা। তাহাতে এই মনে করে যে আমি এবিষয় পণ্ডিত বটে কেন ইহার কথা অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলে লোকে জানিবেক যে আমি ইহা জানি না তাহাতে আমার গৌরবের হানি হইবেক; [illegible] দোষে সে ব্যক্তি তদ্বিষয়ক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত চিরকাল [illegible] লোকের নিকট অপমানিতই থাকে।

তৃতীয় আলস্যাদি যথা। অলসামন্দবুদ্ধিশ্চ সুখিনো ব্যাধিপীড়িতঃ। নিদ্রালুঃ কামুকশ্চৈব ষড়েতে শাস্ত্রবর্জ্জিতাঃ।

চতুর্থ কিংক্ষণতা। তাহার এই লক্ষণ যে যেকোন শিক্ষা যোগ্য বিষয় উপস্থিত হয় তখন ভাবে যে এক্ষণ ইহা না শিখিলাম কালান্তরে শিখিব এরূপে সময় গত হইলে আর তাহা শিক্ষা হয় না। তথাচ। কিংক্ষণস্য কুতো বিদ্যা, কিংকণস্য কুতো ধনং। কিংক্ষণানাম্ভবতি মূর্খত্বং কিংকণশ্চ দরিদ্রতাং।

পঞ্চম পাণ্ডিত্যাভিমান। এদোষে যে পদার্থ জানে না তাহা তেও মনে করে যে আমি সকলি জানি আর জানার আব

শ্যক কি একরূপে সেই ব্যক্তির পদার্থ জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা এককালেই নাশ পায় এবং সে চিরকাল অজ্ঞানাবস্থাতেই থাকে এই দোষ সর্ব্বাপেক্ষা মহা দোষ ও অচিকিৎস্য হয় ইতি।

৭ সপ্তম ধৃতি।

ধৃতিরিষ্টবিয়োগানিষ্টপ্রাপ্তৌ প্রচলিতচিত্তস্য যথাপূর্ব্বমবস্থাপনমিতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। সন্তোষোধৃতিরিতি কুল্লূকভট্টঃ। ধৃতিঃ সুখমিতি হেমচন্দ্রঃ। ধৃতিধারণধৈর্য্যয়োরিত্যমরঃ। ধৃতিস্তুষ্টিঃধারণং ধৈর্য্যমিতি মেদিনী স্থিরচিত্তোন্নতির্যা তু তদ্ধৈর্য্যমিতিকীর্ত্ত্যতে। ইতি উজ্জ্বলনীলমণিঃ।

অর্থাৎ অপকার করিলেও তাহার প্রত্যপকারাচরণ না করণ। ইতি কুল্লূকভট্টঃ। ফলিতার্থ যে কোন অপ্রিয় এবং দুঃখজনক ঘটনা হয় তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বনেই হউক কিম্বা অন্যরূপেই হউক তাদৃশ দুঃখ সহিষ্ণুতাকরণ ও চিত্তের বৈকল্য না হওন প্রকারে ধৃতি ধর্ম্ম হয়।

সেই ধৃতি বিনা শোক মোহ ভ্রান্তি অস্থৈর্য্যাদি অবস্থা প্রাপ্তে লোক সকলের মতিচ্ছন্ন জ্ঞানলোপ বরং সংসারোচ্ছেদ ও শরীরনাশ হয় অতএব ধৃতিধর্ম্মের মাহাত্ম্য গৌরব ও পুণ্য জনকতা প্রত্যক্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল মহান্ধ অর্ব্বাচীন ব্যক্তিরা এই ধৃতিধর্ম্মের মহিমা দেখিয়াও দেখে না তাহারা সতত ব্যাকুলচিত্তে ও অযুক্ত কার্য্যে কালক্ষেপণ করে

মাত্র তাহারদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই। অপিচ ঐ শোক মোহাদির আবশ্যকতা কিছুই নাই।

যেহেতুক এই জগতে ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন পদার্থেরই স্থৈর্য্য নাই সকল পদার্থই অনিত্য প্রত্যেকের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ প্রত্যক্ষ ও অনুমানে বোধগম্য হইতেছে পরন্তু তাবৎ বস্তু ঈশ্বরাধিষ্ঠানে পরমাণু আদির সংযোগ ক্রমে উৎপন্ন হয় সুতরাং তাহারা যেমন পরস্পর সংযোগরূপে উৎপন্ন হয় সেইমত সমবায়ি কারণের পরস্পর বিশ্লেষ বিভাগরূপে নাশ পায় ইহাতে তাহার কোন মতেই একাবস্থা সম্ভব নয়।

প্রতিক্ষণে প্রতি পদার্থের বিকার বৈলক্ষণ্য হইতেছে। দেখ বাল্য যৌবন জরা তিন এক নয় অথচ এক আত্মার আশ্রয়ে শরীরস্থ পদার্থ সকলের নিবৃত্তি পরিবর্ত্তের দ্বারা শরীরের সেই সকল ভাব উদয় হয় তদ্রূপ সুখ ও রোগ সমাগম ও বিয়োগ সমস্তই কার্য্যকারণ বশতঃ অনবরত হইতেছে ইহাতে শোক মোহাদির দ্বারা সুসার কি আছে এমতে ভগবদ্গীতা। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ। অস্যার্থঃ, মৃত আর জীবিত ব্যক্তি দিগকে পণ্ডিতেরা অনুশোচন করেন না।

অপরঞ্চ ত্রিতাপ যাহাকে বলা যায় সে এই সংসারের প্রকৃতিস্থ বিষয় তাহা ছাড়া কেহ কোন প্রকারে ক্ষণেক কালও থাকিতে পারে না তদ্বিবরণ এই যে আদৌ শীত গ্রীষ্ম বায়ু রৌদ্র বৃষ্টি বজ্র প্লাবন ইত্যাদি ঘটিত যে দুঃখ হয় তাহাকে

আধিদৈবিক কহেন। যেহেতুক চন্দ্র ১ সূর্য্য ২ অগ্নি ৩ বায়ু ৪ জল ৫ পৃথিবী দেবতা হইতে তাহা হয়। দ্বিতীয় কীট সর্প ব্যাঘ্র চৌর দস্যু রাজা আদি ভূত প্রাণি কর্তৃক যে উৎপাত ও দুঃখ ঘটনা হয় তাহাকে আধিভৌতিক বলেন কেননা ভূতশব্দে প্রাণি বুঝায় সেই ভূত হইতে সে দুঃখাদি হয়। তৃতীয় রোগ শোক আদি যে দুঃখ তাহাকে আধ্যাত্মিক কহেন। যেহেতুক আত্মা অর্থাৎ দেহ কি মন হইতে তাহা উৎপন্ন হয়। এই তিন দোষে দোষী যে সংসার তাহাতে কোন জীব দুঃখ ভোগ না করিয়াই বাঁচে না অতএব নিশ্চয় যে শান্তভাবেই হউক কি অশান্ত ভাবেই হউক জীব সকলকে দুঃখ সহিতেই হয়।

বিশেষত মনুষ্য জাতির মধ্যে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এবং কদর্য্য স্বভাবানুসারে সজাতীয়ের প্রতি যে অন্যায় ও অত্যাচার ঘটিয়া থাকে তাহা অন্যান্য পশু জাতীয় আদি অপেক্ষা অধিক ও ভয়ানক বোধ হয়। যথা কোন স্থানে কোন মহিষাদি অনেকে একত্র হইয়া অপর কোন মহিষাদির বাসস্থানে গিয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহার তৃণাদি গ্রহণ করে না কিন্তু কোন নির্দ্বন্দ্ব সদ্গৃহস্থ আপন পরিশ্রমে পরিবারাদি লইয়া দিনপাত করিলে অনেক দুষ্ট মনুষ্য একত্র হইয়া তাহার উপর আক্রমণ বা ডাকাইতী করিয়া থাকে ইত্যাদি ঘোরতর কাণ্ড মনুষ্যের সজাতীয়বর্গে দেখা যায় অতএব মনুষ্য জাতিতেই বিশেষরূপে দুঃখ সহিষ্ণুতা গুণ আবশ্যক করে।

নতুবা স্বাহাং দুঃখভোগ জন্য উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেও কখনই কেহ কিছু ধৈর্য্য পাইতে পারে না কেননা দুঃখ ছাড়া দেশ কাল দুর্লভ সুতরাং দুঃখজন্য উদ্বেগে অশান্তচিত্তাবস্থাতে লোকের ঐহিক ও পারলৌকিক ফল সাধনের ব্যাঘাত হয়। এমতে ধার্য্য হইল যে যেমন সুখানুসন্ধান সর্ব্বজনাভিলষিত সেইমত অপ্রতিহত দুঃখ সহিষ্ণুতাও বিধেয়। যদ্যপি সেই দুঃখের দূরী করণার্থ উদ্যোগ কর্ত্তব্যই বটে। ফলে সুখ দুঃখ উভয়েতেই ঈশ্বরেচ্ছা অদৃষ্টের কারণতা মাত্র দেখা যায়। তথাহি। অনীপ্সিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাং। সুখানাপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে। অস্যার্থঃ যেমন শরীরি সকলের অপ্রার্থনীয় দুঃখ সকল ঘটিয়া থাকে সেই মত সুখসকলও ঘটে ইহাতে ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ। অন্যচ্চ লঙ্কাকাণ্ডে। জীবিতং বাপি মৃত্যুর্ব্বা ন চাত্মাত্মবশং ক্বচিৎ। অস্যার্থঃ কোন স্থানেই জীবন আর মরণ আপনার বশ নয়। তবে সুখের কামনা ও চেষ্টা আর দুঃখের অনিচ্ছা ও দুঃখ দূর করণে যত্ন জীবের স্বতঃ সিদ্ধ ব্যাপার যেহেতুক আত্মার সংসার বাসনায় এই মর্ম্ম নতুবা জগৎ সংসার এরূপ হইত না।

এই সকল বিবেচনাতে দৃঢ় হয় যে ধৃতি ধৈর্য্য ক্ষমা মহাগুণ মহাধর্ম্ম এবং ধৈর্য্য ক্ষমাবান্ ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর কৃপা করেন আর এই জগতে ঈশ্বর বিনা অন্যের কিছু ক্ষমতা নাই ইহা নিশ্চয় জানিয়া সহিষ্ণুতা ক্ষমা করিলে সেই মহা তপস্যা হয়।

আরো দেখ যেসকল অবোধ লোকেরা সদনুষ্ঠানের অল্প ক্লেশ সহিতে বিরক্ত হয়। তাহারা তৎপ্রযুক্ত কতং ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। যথা প্রতিবাসি ও জ্ঞাতি বিরোধ আদিতে প্রথম কোন এক তুচ্ছকথা সহিষ্ণুতা করিলে আর কোন উৎপাত থাকে না তাহা না করিয়া বিরোধ ও বিসম্বাদ উপস্থিত করিলে উভয় পক্ষে কত ধনই বা নাশ না হয় এবং কত ক্লেশ ও অপমান বিড়ম্বনই বা না ঘটে। ঐমত চোর সকল স্বাধী কৃষিকার্য্য আদিতে অল্পক্ষণ অল্প ক্লেশ সহিতে পারে না কিন্তু চুরি জন্য রাজদণ্ড তাড়না যন্ত্রণা এবং দীর্ঘকাল পরাধীনে পরিশ্রমে ও রৌদ্র বৃষ্টি আদিতে নানা ক্লেশভোগে কাল কাটায় ইত্যাদি. অতএব ধৈর্য্য ও ক্ষমা গুণে কি ফলোদয় হয় তাহা কিঞ্চিৎ গম্য করিলে স্বচক্ষুতেই দেখা যায়।

ইহাতে ওষ্টিসুখির। যে ওষ্টিতে তুষ্ট হইয়া থাকেন সে কেবল ভ্রান্তি মাত্র ও মহা মূর্খতার কার্য্য। যেমন ওষ্টিসুখী ৪ ব্যক্তি একত্র প্রবাস গমনে পথে ভক্ষ্যাহরণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ইহার মধ্যে যিনি কথা কহিবেন তিনি ভোজন পাত্রায়োজন করিবেন। অনন্তর প্রত্যেকেই মনেং ঐ অযুক্ত প্রতিজ্ঞা পালন দৃঢ় করিয়া নিঃশব্দে স্তব্ধ প্রায় সেই অনাবৃত স্থানেই ক্ষুধিত বসিয়া থাকিলেন এদিগে প্রস্তুত সিদ্ধান্নাদি সমস্তই দগ্ধ ও নষ্ট হইয়া গেল মধ্য রাত্রে গ্রাম রক্ষকেরা ঐরূপ ৪ জনকে দেখিতে পাইয়া

জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর নাই তখন চৌরাশঙ্কাতে সমুচিত বন্ধন ও প্রহারাদি করিতে লাগিল তথাচ কেহ কিছুই কহিল না তৎপর দিবাতে রাজসমীপে নীত হইলে বহুবিধ জিজ্ঞাসা বাদেও ঐ ৪ জনের কাহার বাক্যব্যয় হইল না সুতরাং দৃঢ়তর প্রহারারম্ভ হইল তাহাতে ঐ ৪ জনের মধ্যে এক ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বাক্যস্খলন হওয়া মাত্র অপর তিন জন সহাস্যে কহিলেন যে এখন তোমাকেই পাত্র আরোহন করিতে হব। এমতে সভাস্থ তাবতে বিস্ময়াপন্ন ও তস্তির মূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভৎর্সনা করিলেন যে একটা অযুক্ত বৃথা কথার নিমিত্তে এত ক্ষুধা পিপাসা জাগরণ শিশির তাড়ন বন্ধনাদি দুঃখ ভোগ কেন করিলা তাহারা উত্তর করিল যে আপনারা কেহই তস্তিসুখ বুঝেন না যদি তাহা জানিতেন তবে তস্তি রক্ষার্থে এই দুঃখ সমূহকেও দুঃখ জ্ঞান করিতেন না। তস্তির এই ধারা হইয়া থাকে।

যদি বল যে এত জ্বালা ভোগে গৃহে স্থিতি করণের আবশ্যক কি আছে নারদাদির মত উদাসীন হইলে কিম্বা অরণ্য বাস করিলে লেঠা থাকে না। উত্তর, সংসারবাসনারহিত নারদাদির কথা স্বতন্ত্র। অপিচ জীবন্মুক্ত লোকের গৃহস্থাবস্থাতেও কোন উদ্বেগ নাই যেহেতুক তাহারদিগের রাগ নিবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন সংসারপ্রবাহযাতনা বোধে গৃহস্থাশ্রম কঠিন জ্ঞান করিয়া যে কোন জাতে ঐ কথা প্রলাপ করেন ও পরামর্শ দেন সে কোন সিদ্ধান্ত ধর্ম্ম ও

পাকা কথা নহে কেননা বনেও উদাসীনতাতে যে ক্ষুধা পিপাসা ও শীত বাত রৌদ্র বৃষ্ট্যাদি নানাক্লেশ অগত্যা ভোগ করিতে হয় তদপেক্ষা গৃহস্থাবস্থাতে অধিক জ্বালা নাই।

আর যদি উদ্বেগ সত্ত্বেও অনুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্যশালী হয় নতুবা যাহার কোন উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই তাহার ধৈর্য্যের কি প্রয়োজন তথাচ কালিকাপুরাণে ৩৯। নবিঘ্নোবিঘ্নহেতুং যঃ পরিভূয় প্রবর্ত্ততে। তন্মহত্ত্বঞ্চ তপসাং ধীরতা চ তপস্বিনাং। ইদমেব মহদ্ধৈর্য্যং যদ্বিঘ্নো নহি বিঘ্নয়েৎ। অস্যার্থঃ, বিঘ্নের সহিত থাকিয়া বিঘ্নের কারণকে পরাভব করিয়া যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় তাহাই তপস্যার মহত্ত্ব এবং তপস্বিদিগেরও ধৈর্য্য। পরন্ত বিঘ্ন হইয়াও কোন উদ্বেগ জন্মাইতে যে না পারে সেই মহা ধৈর্য্য গুণ।

যদি বল যে তবে কি সংসারী ব্যক্তি পরকর্ত্তৃক অপকারেও ক্ষমা ও ধৈর্য্যাবলম্বনে কেবল বৃক্ষ ও শিলা আদিবৎ নিস্পন্দই থাকিবেক তাহা হইলেত সংসার চলে না। উত্তর, না, পরামর্শ সিদ্ধ যে রাগাদি গৃহস্থের প্রতি তাহার অনাদর নাই তাহাও সংসারের অনুকূল হয় বরং তাহা গৃহস্থের না থাকিলেই দোষ হয়। তথাহি। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ যতিনামেব ভূষণং। অপরাধিষু সত্ত্বেষু গৃহিণামেব দূষণং। অস্যার্থ, শত্রুমিত্রে সমানজ্ঞানকরণ যতিসন্ন্যাসিদিগের শোভা

কর ধর্ম্ম হয় আর অপরাধির প্রতি তাদৃশ ভাব হইলে গৃহিরদিগের তাহাই দোষাকর হয়। অন্যচ্চ। সর্ব্বদা ভূষণং পুংসাং ক্ষমা লজ্জেব যোষিতাং। পরাক্রমঃ পরিভবে বৈজাত্যং সুরতেষ্বিব। অস্যার্থঃ, সমর্থ পুরুষের ক্ষমা গুণ সর্ব্বদাই ভূষণ কিন্তু অন্য কর্তৃক অযথার্থ তিরস্কার হইলে পরাক্রমই কেবল ভূষণ তাহার দৃষ্টান্ত এই কুলবধূর লজ্জা সতত ভূষণ হয় কিন্তু পতিসঙ্গকালে তদ্বিপরীত যে অলজ্জা সেই তাহার ভূষা, লজ্জা তদ্রূপ নহে।

৮ অষ্টম দমঃ।

দমোমদত্যাগইতি দিজ্ঞানেশ্বরঃ। বিকার হেতু বিষয় সন্নিধানেও বিকার না হওনরূপ মনের দমন দম ইতি কুল্লূকভট্টঃ। মনসোদমনং দমইতি সনন্দঃ। দমো দণ্ড স্তপঃ ক্লেশসহিষ্ণুতা ইত্যমরঃ। দমনং বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহইতি বেদান্ত সারঃ। বিষয় হইতে নিবৃত্ত মনের যে যথেষ্ট বিনিয়োগ যোগ্যতা তাহাকে দম বলা যায়। যথা পদ্মপুরাণং। কুৎসিতাৎ কর্ম্মণোবিপ্র যচ্চ চিত্তনিবারণং। স কীর্ত্তিতোদমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ততত্ত্বদর্শিভিঃ। এই দমপ্রস্তাব বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৬ প্রপাঠকে ৫ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যেহেতুক সংসার ক্ষেত্রে যে কিছু ঘটনা হয় তাহার মূল কারণ মন কেননা মন ইন্দ্রিয়সংযোগে যত্তৎকার্য্যে ব্যাপার করণে জীব সকল নিযুক্ত হয়। যথা সুন্দরকাণ্ডে ১১। মনোহি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে। এপ্রযুক্ত বৈদিকমতে

মনকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলেন সেই মনের কার্য্য কল্পনা মাত্র তাহার দুই ধারা। এক, বুদ্ধিযুক্তিপরামর্শপূর্ব্বক কল্পনা। দ্বিতীয় তাহার বিপরীত সুতরাং দ্বিতীয় পন্থা হইতে মনকে দমন না করিলে প্রথম পক্ষে মনের স্থৈর্য্য করা কঠিন হয়। সে মনের দমনও সহজ কার্য্য নয় যেহেতুক মন স্বভাবত চঞ্চল তাহার চাঞ্চল্য ধর্ম্মের দ্বারাতেই সংসারপ্রবাহ এবং তাহাই মায়াপদার্থ। তথাচ যোগবাশিষ্ঠে। মনশ্চঞ্চলতা নৈষা অবিদ্যা রাম সোচ্যতে। এমত চাঞ্চল্য গতির বিপরীতে মনের স্থৈর্য্য করা অনায়াস সাধ্যও নয়। তথাহি। বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্যুক্তা যে হঠাচ্চেতসোজয়ং। তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ। অস্যার্থঃ। মনঃসংযমের শাস্ত্রোক্ত পন্থাকে যে না জানে সে মূঢ় যদি অহংবুদ্ধিতে মনোজয়ে প্রবর্ত্তমান হয় তবে মত্ত হস্তিকেও পদ্মমৃণাল তন্তু দ্বারা বন্ধন করিতে শক্ত হয় ফলত উভয়ই অসাধ্য।

অতএব নানা শাস্ত্রার্থাবগতি ও নানা দিগ্দর্শন ও নানা পরীক্ষা ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও সাধুসঙ্গ দ্বারা ক্রমশ মনকে বশীভূত করিতে হয় মন বশ্য ও শুদ্ধ হইলে তখন পরমার্থ প্রাপ্ত হয় ও সদনুষ্ঠানে রত থাকে। যাহার মন বশ না হয় তাহার কোন কার্য্যই শুদ্ধ হয় না এবং সে যথার্থ পদার্থানুসন্ধান ও সদ্বিচারে প্রণিধান করিতে পারে না।

এপ্রযুক্ত সমস্ত পরমার্থি লোকে মনের স্থৈর্য্যের ও শুদ্ধতার নিমিত্তে শাস্ত্রে নানারূপ বিধি ও কৌশল কহিয়াছেন সুতরাং

মনোদমন মহাপুণ্য মহাধর্ম্ম হয় ও তাহাতেই লোক কৃত কৃত্য হইয়া থাকে ॥

এক মনের দমনেই কামাদি ষড়্‌রিপুর দমন হয়। এমতে সর্ব্বদোষ রহিত হইলে পুরুষ সর্ব্বত্র জয় প্রাপ্ত হয় তথাচ স্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে ৬৯, কামং ক্রোধং মদং মোহং মাৎসর্য্যং লোভমেবচ। অমূন্ ষড়্‌বৈরিণোজিত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।

দম শব্দার্থে মদত্যাগ জ্ঞানেশ্বর বলেন তাহার তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে মনুষ্যের একহ বিষয়ে একহর্টা মদ হয়। যথা ধনমদ জনমদ যৌবনমদ বিদ্যামদ। কিন্তু এসকল মদই সাহঙ্কার মানস ভাণ্ডারে পূর্ণ হয় কলত ধনাদিতে মদ থাকে না। যদি ধনাদিতে মদ থাকিত তবে সকল ধনবানাদিতেই মদ থাকিত। বস্তুত তাহা নহে। সুতরাং সেই অহঙ্কারিক মদগর্ব্ব সমস্ত যদি মন হইতে দুর হয় তবে প্রকৃত মনোদমন হয়। তাহার প্রকার এই যে ধনমদে জানা কর্ত্তব্য যে জগতে কত ধনী কত ধন ধারণ করে ও তাহারা কিরূপে আমা অপেক্ষা উচ্চাভিলাষী তাহা দৃষ্টি করিলে আত্মধন মত্ততা দূর হয় কেননা উক্ত হইয়াছে যে। অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপজায়তে। উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি। অস্যার্থঃ, অধঃ দৃষ্টি করিলে কাহার মনে আপনার গৌরবাভিমান না হয়। আর উপরং যদি দৃষ্টি করে তবে সকলেই আপনাকে দরিদ্র দেখে।

কুল ও জনমদের এই বিবেচনা যে কোন পূর্ব্বপুরুষের মাহাত্ম্য লইয়াই কুলপদার্থ তাহাও কোন কর্ম্মের কথা নহে কেননা অন্যের গুণের দ্বারা আপনার প্রাধান্য কি আছে দ্বিতীয়তঃ পরের শরীর ও সামর্থ্যেতে জনমদ হয় তাহাতে যম কাহারো বাধ্য নয় কাহারো মতিও স্থির থাকে না কখন কাহার কি দশা হয় তাহার নিশ্চয় নাই। তবে কেবল ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে যে কএক দিন একত্র থাকা হয়। এরূপে কাহারো ভরসাতে কোন অহঙ্কার প্রকাশে কেবল মূর্খতাই প্রকাশ করা হয়।

যৌবন ও লাবণ্যমদও ঐরূপ। শরীরের অবস্থা অতিচঞ্চল তাহাতে নানা রোগাদি যাতনা ঘটিত আছে। ইহাতে নিজ পরাক্রম ও শ্রী ও সামর্থ্যাদির কি বিশ্বাস যে তাহারি উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্বী হওয়া যায়।

বিদ্যামদে এই বিচার আবশ্যক যে বিদ্যা কত এবং তাহার শাখা প্রশাখা ভেদে জগতে কতই বা বিদ্যাগুণ বিরাজমান অপিচ তাহার অংশাংশ মধ্যে কিবিষয়ে আমার কিরূপ নিপুণতা আছে ইহাই সতত মনে করিলে এবং আমার সদৃশ যে কোন২ ব্যক্তি তাহাতে পারগ আছেন তাঁহারদিগের সহিত আলাপ করিলে আপনার অসম্পূর্ণ বিদ্যা ও অযথার্থ গর্ব্বের মর্ম্ম জানিতে পারা যায় তবেই বিদ্যামদ ত্যাগ হয়।

এই সকল মদ ত্যাগ দ্বারা মদোদমন রূপ দমধর্ম্ম উদয় পান এবং উৎকৃষ্টা দৈবী প্রকৃতি মনুষ্যেতে প্রকাশ পায় ইতি।

৯ নবম সংযতেন্দ্রিয়তা।

অথবা ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ

সংযতেন্দ্রিয়তা অপ্রতিষিদ্ধেষ্বপি বিষয়েষ্বনতিপ্রসঙ্গ ইতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ। বিষয় সকল হইতে চক্ষুরাদির আবরণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ইতি কুল্লূকভট্টঃ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে সংযমে রাখা একারণ চক্ষুরাদি এবং হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে অপরামৃশ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত ও প্রসক্ত না হইতে পারে এমত ব্যবস্থা তাৎপর্য্যার্থ।

দেখ, ঘ্রাণ ১ রসনা ২ চক্ষু ৩ চর্ম্ম ৪ কর্ণ ৫ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর, বাক্ ১ হস্ত ২ পাদ ৩ উপস্থ ৪ গুহ্য ৫ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহারা যদি অবিবেচনা পূর্ব্বক স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় তবেই নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে সুতরাং ইহারদিগকে সম্যক্‌রূপে সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

যথা অন্যায়রূপে কোন ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা চপেটাঘাত করিলে নিজহস্তে যে বেদনা হয় তদতিরিক্ত সেই ব্যক্তির শক্তি থাকিলে অবশ্যই দণ্ডাঘাত করে এবং তাহাতে কখন মস্তক ভগ্ন হয় কখন প্রাণও যায়। অপিচ রাজসভাতে ঐ চপেটাঘাত জন্য দণ্ডপ্রাপ্তি হয়। ফলে ঐ চপেটাঘাতে আত্মসুখ কিছুই নাই। এই রূপ পদাঘাত ও অগম্য স্থানে গমনরূপ পাদকার্য্যের ফলও দুষ্টই বটে।

বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বোধ হয়, কেননা অবিবেচনাক্রমে একটি কথা কহিলেই জন্মের মত মান

গৌরব প্রণয় প্রত্যয় বৃথা হইয়া যায়। আর তাহা কথ নই শুধরে না বরং কখনো বাক্যের ত্রুটিতে প্রাণও গিয়া থাকে।

উপস্থ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াফল সকলেই দেখিতেছেন যে অনেক অন্যায় সুখাভিলাষে যাবজ্জীবন লোকে অমর্য্যাদা ও রোগাদিজন্য শরীরধ্বংসাদি কি না ঘটে আর কটু কাটব্য শুনিয়া সহিতে হয় ইত্যাদি তাবৎ ইন্দ্রিয়কার্য্যে মনোযোগ করিলে তজ্জন্য দোষ গুণের স্বয়ং প্রকাশ দেখা যাইতে পারে।

অতএব ইন্দ্রিয় সকলকে সদ্ব্যবস্থাতে রাখিলে কোন ব্যক্তিরই কিছু হানি নাই বরং সতত স্বচ্ছন্দে স্থিরসুখে থাকিতে পারে অন্ততঃ সর্ব্বজনের বিশ্বাসের পাত্র ও সর্ব্বজন প্রিয় ও সর্ব্বত্র মান্য হয়। তথাচ চাণক্যঃ। আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ। তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং। অস্যার্থঃ ইন্দ্রিয়সকলের অসাবধানতা সকল আপদের পথ আর তাহারদিগকে সাবধানে রাখণ সকল সম্পদের পথ অতএব ইহার যে পথে যাইতে ইচ্ছা হয় সেই পথে গমন কর।

অপিচ আপনার দেহ আত্মা ও বিষয় যেমন প্রিয় আছে তেমন অন্যেরও বটে তবে আপনার অপ্রিয় কার্য্য অন্যের প্রতি আচরণ করণ কি অকার্য্য হয় না এমতে যাজ্ঞবল্ক্য কহেন যে। অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরেষাং ন তদাচরেৎ।

অর্থার্থঃ, আপনার অপ্রিয় যাহা হয় তাহা পরের সম্বন্ধে আচরণ করিবেক না। এই সকল বিবেচনা করিলেই লোকে নিত্যসুখী হইতে পারে এবং পণ্ডিতেরা সেই রূপ ব্যবহার করেন। তথাচ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

যদি বল যে ইন্দ্রিয়সকলের এরূপ অসভ্যতাহেতুক ইহার দিগকে নষ্ট করাই শ্রেষ্ঠ তবে আর কোন উৎপাত থাকে না। উত্তর এইমত অযুক্ত বিবেচনা কোন২ অপক্কবুদ্ধি লোকে করিয়া থাকেন; এবং তাঁহারা ঐমতে কতক২ বিধানও করিয়াছেন ফলে সে অত্যন্ত যুক্তিহীন বিচার ও অন্যায় মাত্র।

কেননা পরমেশ্বর জগৎ কার্য্যার্থ ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যদি ইন্দ্রিয়েরা না থাকে তবে সংসার প্রবাহ থাকে না সুতরাং ইন্দ্রিয়গণকে নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

বস্তুতস্তু যেমন কাম ক্রোধাদির বিহিত বিষয়ে নিযুক্ততা গুণ হয় সেইমত ইন্দ্রিয়গণকে সাধুকার্য্যে সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক নিযুক্ত রাখা তাৎপর্য্য এত বড়। অন্যান অনতিরিক্ত ভাবে পরামর্শ সিদ্ধরূপে ইহারদিগের ব্যবহার উত্তম ফলদায়ক হয়। তদ্বিপরীতেই অধর্ম্ম দোষ অশ্রদ্ধেয় জানিবা।

অতএব মুনিগণ সংযতেন্দ্রিয়তাকে ধর্ম্মরূপ কহিয়াছেন কিন্তু ইন্দ্রিয়নাশকে ধর্ম্ম বলিয়া কহেন নাই ইতি।

১০ দশম বিদ্যা।

বিদ্যা আত্মজ্ঞানমিতি বিজ্ঞানেশ্বরঃ কুল্লূকভট্টশ্চ। যদ্যপি বিদিলাভে বিদজ্ঞানে ইত্যাদি বিদ ধাতুর প্রয়োগে বিদ্যা

শব্দে অনেক অর্থই উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রগত পঠিত প্রযুক্ত এস্থলে দেহাত্মা আর পরমেশ্বর এবং তাঁহার দিগের সম্বন্ধ যথার্থ জানাকে বিদ্যা বলা যায় এই ভাৎ পর্য্যর্থ। তথাচ হারীত স্মৃতিঃ। ঈশ্বরস্যাত্মনশ্চৈব জ্ঞানং বিদ্যেতি চোচ্যতে।

এই বিদ্যার বিপরীত পদার্থকে অবিদ্যা বলা যায়। সেই অবিদ্যা হইতে সমস্ত সংসার প্রবাহ। তথাচ পাতঞ্জলং। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্ম বুদ্ধিরবিদ্যা। অস্যার্থঃ, অনিত্য ১ অপবিত্র ২ দুঃখ ৩ আত্ম ভিন্নে ৪ যে নিত্য ১ পবিত্র ২ সুখ ৩ আত্ম ৪ জ্ঞান তাহাকে অবিদ্যা বলি এমতে অবিদ্যা হইতে অন্য সমস্ত ক্লেশ উৎপন্ন হয় অতএব অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান আর অহংবোধ ও রাগ দ্বেষ মরণভয় ইহারা সমস্তই ক্লেশ হয় কিন্তু অবিদ্যা ভ্রান্তিমাত্র অভাবপদার্থ তাহার বিপরীত ভাবপদার্থ বিদ্যা অবশ্যই মহাপদার্থ হয় আর সেই বিদ্যা পদার্থ প্রকৃতরূপে প্রকাশ হইলে অবিদ্যা সহজেই দূর হয় যেমন তেজঃপদার্থ সৎ তদভাবপদার্থ অন্ধকার। ফলে তেজের উদয়ে অন্ধকার সহজেই নাশ পায়। তথাচ পুরাণং। ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তং বিদ্যাদাত্ম নোমায়াং যথা ভাসোযথা তমঃ॥

ঐ বিদ্যালাভার্থ পুরুষের মহাযত্নের প্রয়োজন হয় কেননা জগতের তাবৎ পদার্থ ও পদার্থশক্তি ও পদার্থসংযোগগুণ অন্বয় ব্যতিরেকে যথাসাধ্য বোধগম্য না হইলে এবং বেদা স্তাদিদর্শন দর্শন না করিলে মূলপদার্থ ঈশ্বর জ্ঞান হয় না এপ্রযুক্ত কণাদসূত্র উক্ত হইয়াছে যে। দ্রব্য ১ গুণ ২ কর্ম্ম ৩ সামান্য ৪ বিশেষ ৫ সমবায়ানাং পদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

সুতরাং সেই২ পদার্থানুসন্ধানে ভূগোল খগোল জ্যোতিষ দ্রব্যগুণ শারীর আয়ুর্ব্বেদাদি নানাপদার্থ বিদ্যার অনুশীলন আবশ্যক এবং নানাশিল্পবিদ্যাদি দ্বারা তাহার পরীক্ষা কর্ত্তব্য। এবং যোগবাশিষ্ঠোক্ত উৎপত্তিপ্রকরণে ত্রয়োদশ সর্গে অজ্ঞানভূমি সপ্ত আর জ্ঞানভূমি সপ্ত ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানযোগ শাস্ত্র আলোচন আবশ্যক আছে। ইহা হইলে ঈশ্বরের মহিমা ও দেহে আত্মার অবস্থিতির প্রকার সম্যগ্রূপে বুঝিতে সমর্থ হয় তখন ধ্যানযোগে আত্মাকে দর্শন করিতে পারে। যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ধ্যানযোগেন সংপশ্যেৎ সূক্ষ্ম আত্মাত্মনি স্থিতঃ। মনুরপি ১২।১২২। প্রশাসিতারং সর্ব্বেষা মণীয়াংসমণোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং। অস্যার্থঃ, অগ্ন্যাদির উষ্ণতাদির নিয়মের ও সূর্য্যাদির ভ্রমণাদির নিয়মের এবং জীবসকলের শুভাশুভ কর্ম্মফলের নিয়মের কর্ত্তা অর্থাৎ ঐসকল নিয়মের দ্বারা সচেতন আছে

তম বস্তুরূপ এই জগতে শাসন কর্ত্তা যিনি। আর অণু হইতেও সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাণুর উৎপত্তি যাহা হইতে হয়। এতাবতা সকলশাসনকর্ত্তা চৈতন্যরূপ ও সকলের উৎপত্তির মূলপ্রকৃতিরূপ এবং যেমন সুবর্ণের আভা অতিমনোহর কেবল চক্ষুর গ্রাহ্য কর্ণনাসিকাদির গ্রাহ্য কোনমতে হয় না সেইমত জগদীশ্বর জগন্ময় হইয়াও কোন বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। অপিচ স্বপ্নে যেমন ইন্দ্রিয়গণ ব্যতিরেকে শুদ্ধ মনের দ্বারা পদার্থসকল অনুভব হয় সেইমত কেবল মনের দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারা যায় এবম্ভূত শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মকে সতত চিন্তা কর্ত্তব্য।

নতুবা টিয়াপাখির মত মুখে রাধাকৃষ্ণ বলা হয় ফলে অকাপট্য হইলে মূর্খ পাষণ্ড হইতে সেও ভাল। অতএব বিদ্যাই মূলধর্ম্ম এবং তাহা হইতে সমস্ত ধর্ম্ম হয় ইহার বিস্তারিত জ্ঞানাঞ্জনে কথিত হইয়াছে।

যদিবল যে জ্ঞানাত্মক বিদ্যা হইতে নানাবিধ ধর্ম্ম কিরূপে সিদ্ধ হয়। উত্তর, বিদ্যা এমনি পদার্থ যে যাহার পাঠ দ্বারা সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। তথাচ আচারাধ্যায়ে ব্রহ্মচারি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্যঃ। প্রীণাতি দেবানাজ্যেন মধুনা চ পিতৄংস্তথা। যং যং ক্রতুমধীতে চ তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলং। ত্রির্বিত্তপূর্ণপৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে। ঋগ্যজুঃসামবাগ্বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হি যোঽন্বহং। মনুরপি। আহৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং

স্তপ্যতে তপঃ। যঃ স্বপ্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহং। আরো শুন। প্রকৃত বিদ্যা হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি অধর্ম্মকর্ম্ম করে না এমতেই ধর্ম্মোদয় ও ধর্ম্মস্থিতি হইয়া থাকে। তথাচ মনুঃ। আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতং। আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিণাং। সর্ব্বমাত্মনি সংপশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ। সর্ব্বং হ্যাত্মনি সংপশ্যন্নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ। এই সমস্তপ্রকারে নিশ্চয় যে এই বিদ্যাই মহাধর্ম্ম ইতি।

সমাপ্তং।

পত্র পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	বিশ্বসায়ং	বিশ্বসারং
	৬	দেবতা	দেবতা বিশেষঃ
	৭	বৃষ	মহাদেবের বৃষ
	৯	অর্হণ	অর্হন্
	১০	সংবম	সংযম
৩	৬	ফলতঃমুক্তি	মুক্তি
	১৬	কথাকথন	কথাকহন
	ঐ	মিথ্যানাকথন	মিথ্যানাকহন
	১৭	সত্যংবয়াৎ	সত্যংব্রূয়াৎ
	ঐ	প্রিয়ং বয়াৎ	প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
	১৮	বয়াদেষ	ব্রূয়াদেষ
	২২	মনষ্য	মনুষ্য
	ঐ	পস্তকে	পুস্তকে
৪	১১	সেই সেই	সেই
	১৬	ভোগার্থ	ভোগার্থ ভ্রান্তিঃ।
৫	১৩	গোপ	গোপন
	১৯	প্রবৃত্ত	প্রবর্ত্ত
৬	১	সতরাং	সুতরাং
	৬	কুকায্য	কুকার্য্য
	১০	দ ী	দরী

৭	৭	১৫। ও এই	১৫। এই
৭	৯	কর্ত্তব্য	কর্ত্তব্য।
	৯	সত্যাভাস না হইয়া	সত্যাভাস না হইয়া
১০	১১	অন্যান্য	অন্যায্য
	১৭	অন্যান্য	অন্যায্য
	১৮	হইলেও	হইলেই
১২	৩	নাস্তিকেরমত	নাস্তিকের
১৩	৪	অন্যান্য	অন্যায্য
	১৬	যেহেতুক ইহারই পর কাশী	যেহেতুক কাশী
১৫	১৮	দুঃখ	দুঃখ
১৬	১	যখন	যেমন
১৯	১৪	যাজ্ঞবল্ক্য	যাজ্ঞবল্ক্য
২১	৫	সর্ব্বদা	সর্ব্বথা
২২	২২	সখ	সুখ
২৩	২২	সাধভাচরণ	সাধুতাচরণ
২৭	১৯	কুল্লকভট্টঃ	কুল্লূকভট্ট
৩১	৭	কুল্লক	কুল্লূক
৩২	১৫	মন্ত্র	যন্ত্র
৩৩	২০	অনসন্ধায়ী	অনসন্ধানী

৩৪	৬	ব্যক্তিতে	ব্যক্তিকে
৩৫	১৯	মহান্ধ	মোহান্ধ
৩৮	১	হইলেও	হইলেও
৩৯	৮	স্বাধী	স্বাধীন
৪২	১৮	সংসার	সংসারে
[illegible]	১২	জ্ঞানভূমিসপ্ত	জ্ঞানভূমিসপ্ত এবং উপশম প্রকরণোক্ত সংসারবীজ